প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৫ ❖ ৯ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ দিবস সংখ্যা

শিশুমঙ্গল দিবস

বিশ্ব রোগী দিবস

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

মহা প্রয়াণের তেরটি বছর

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না প্রভু আমি তোমায় ছেড়ে'
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

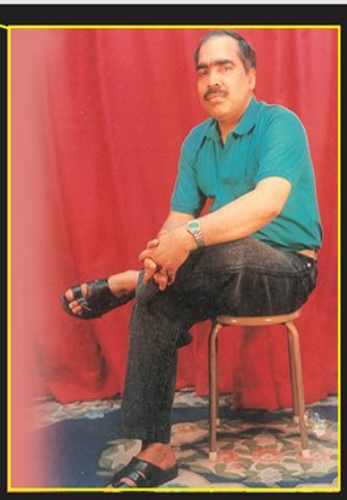

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা
জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল তেরটি বছর। আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎসংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানাতি সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালবাসায় ধন্য আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা

স্ত্রী : পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে : মিলিয়ন ইগ্নেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা : সিন্ডি মার্থা পেরেরা
নাতনী : লিইয়া মারীয়া পেরেরা
ছোট ছেলে : ববি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা : টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

বিজ্ঞ/১৩/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ০৫
৯ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
২৭ মাঘ - ৩ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালবাসায় আগলে রাখি রোগি ও শিশুদের

খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনা চক্রের সাধারণকালের চতুর্থ রবিবারে সাধারণত শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। কিন্তু বিশেষ কারণে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে এ বছর তা পালিত হচ্ছে পঞ্চম রবিবারে অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি। এ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে মাতামণ্ডলী শিশুদের প্রতি তার দরদ ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটায়। একই সাথে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের সম্বন্ধে সচেতন হতে। শিশুরা পরিবার ও সমাজের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ দান এ উপলব্ধি সকলের মধ্যে আসুক। শিশুমঙ্গল সংঘ তাদের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছে শিশুদেরকে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে। যাতে করে শিশুরা বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সমাজের জন্য আশির্বাদ হয়ে থাকতে পারে। শিশুগঠন কার্যক্রমে পিতামাতাসহ অভিভাবকশ্রেণীর সকলকে অংশ নিতে হবে। শিশুদের সামনে ভাল জীবন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রিয়। পিতামাতা ও বড়দের মধ্যকার সুসম্পর্ক, তাদের সততা ও নৈতিক দৃঢ়তা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সম্মান শিশুদেরকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভাল হতে উদ্বুদ্ধ করে। শিশুদের মধ্যকার একতা, সহজ-সরলতা, আনুগত্য, সৃজনশীলতা, নির্ভরশীলতা, উন্মুক্ততা, সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা, আমাদের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের প্রকাশ। শিশুসুলভ এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্যই শিশুরা যিশুর খুব কাছের এবং এ গুণসমূহের অধিকারী যেকোন বয়সের ব্যক্তিরা স্বর্গরাজ্যের যোগ্য ব্যক্তি ।

শিশুদের মতোই রোগিরাও যিশুর ভালবাসার কেন্দ্রে অবস্থান করে। যিশু অসুস্থ রোগীদের প্রতি যেরূপ যত্ন ও সহানুভূতিশীল ছিলেন মণ্ডলীও ঠিক তেমনি রোগিদের জন্য বিশেষ যত্ন দান করে। অসুস্থ ও রোগীদের প্রতি মণ্ডলীর বিশেষ ইতিবাচক দরদী মনোভাব রয়েছে। তাই প্রতিবছর মাতামণ্ডলী ১১ ফেব্রুয়ারী বিশ্ব রোগি দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে অসুস্থ-পীড়িতদের প্রতি যিশুর দয়া প্রকাশ করার একটি সুযোগ দান করে। এবছর মূলসুর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে: "তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব।" যিশুর পরিত্রাণদায়ী পালকীয় কাজে প্রাধান্য পেয়েছে নিরাময়ের কাজ। সঙ্গত কারণেই মণ্ডলীর পালকীয় কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাময়ের সেবাকাজটি রাখা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা দেবার পাশাপাশি রোগিদের বিশেষভাবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পীড়িতেদের পাশে থেকে যিশুর দয়াময় ভালবাসার কাজ চলমান রাখতে হবে। একই সাথে এমনভাবে সেবা দিতে হবে যাতে করে রোগিরা বুঝতে পারে তারা শুধু সেবা নয় ভালবাসাও পাচ্ছে। আন্তরিক দরদ আর সহমর্মিতার ছোঁয়া মানুষের শারীরিক, মানসিক ব্যথা-বেদনা বা অসুস্থতার উপশম এনে দিতে পারে। একজন রোগিকে সেবা করতে না পারলেও তার সাথে যদি হাসি মুখে দুই একটা কথা বলি তাহলেই সে আনন্দবোধ করবে। আমার ব্যবহার দ্বারা যদি একজন অসুস্থ ব্যক্তি ভাল অনুভব করে তাহলে তা-ই প্রকৃত নিরাময়ের কাজ।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবস। উৎসবটি ধীরে ধীরে সর্বজনীন হয়ে ওঠছে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণটি আমাদের সত্তার সাথে জড়িত। মানুষ হিসেবে আমরা সকলে ভালবাসা বিনিময় করতে চাই। ভালবাসার কারণেই ঈশ্বর এ জগত সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন দান অনুগ্রহের মাধ্যমে মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রকাশ ঘটান। ভালবাসেন বলেই কোন অবস্থাতেই মানুষকে ত্যাগ করেন না। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন, মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই ঈশ্বর যিশুকে এ জগতে প্রেরণ করেন। যে যিশু মানুষকে ভালবেসে ভীষণ কষ্ট সহ্য করে ক্রুশের ওপর মৃত্যুবরণ করেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যিশু ভালবাসার চরম নিদর্শন দিয়ে গেছেন মানবজাতিকে। তাই যে কোন প্রকৃত ভালবাসায় ত্যাগ জড়িত থাকবেই। ত্যাগে বড় হলে ভালবাসায়ও বড় হবো। শিশু, রোগি ও অভাবী পীড়িতদের প্রতি আমাদের আচরণ ও যত্নদানের মনোভাবই আমাদের ভালবাসার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে। ✝

"তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।" - মথি ৫:১৬

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের অধীনে কারিতাস মাইক্রো ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম (সিএমএফপি)-এর জন্য নিম্নোল্লিখিত পদে নিয়োগ ও প্যানেল তৈরীর জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

পদের বিবরণ	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য যোগ্যতা
১) পদের নাম: ক্রেডিট অফিসার (সিএমএফপি), (পুরুষ/মহিলা) বয়স : ২৫ - ৩৫ বছর (২৯/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী) বেতন: শিক্ষানবীশকালে সর্বসাকুল্যে ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা। চাকুরী স্থায়ীকরণের পর সংস্থার পে-স্কেল অনুযায়ী বেতনসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পিএফ, গ্র্যাচুইটি, ইন্স্যুরেন্স স্কীম, হেলথ্ কেয়ার স্কীম এবং বৎসরে দু'টি উৎসব ভাতা প্রদান করা হবে। অফিস মেসে খাবার ও ব্যাচেলরদের অফিসের আবাসিক কক্ষে থাকার সুবিধা আছে।	• এইচএসসি পাশ। • মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। • গ্রাম/প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র মানুষের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। • মেধার ক্রমানুসারে প্যানেল ভুক্ত করে রাখা হবে এবং পর্যায়ক্রমে নিয়োগ প্রদান করা হবে। • কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে উচ্চতর পদে পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে।

আবেদনের শর্তাবলী: ১. ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতার নাম গ) মাতার নাম ঘ) স্বামী/স্ত্রীর নাম ঙ) জন্ম তারিখ চ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা ছ) স্থায়ী ঠিকানা জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) মোবাইল নম্বর ঠ) দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা (মোবাইল ফোন নম্বর সহ) এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে আবেদন করতে হবে। ২. আবেদন পত্রের সাথে সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি, চাকুরীর অভিজ্ঞতা সনদপত্রের অনুলিপি ও সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে। ৩. চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র সংযোজন করে আবেদন করতে হবে। অধ্যয়নরতদের আবেদন করার দরকার নাই। ৪. নিয়োগের জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের উপযুক্ত মূল্যের 'নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে' প্রার্থীর এলাকার ও পরিচিত দুইজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 'নির্বাচিত ব্যক্তি কর্তৃক আর্থিক অনিয়ম সৃষ্টি হলে তার দায় বহন করতে সম্মত রয়েছেন'- এ মর্মে লিখিত অঙ্গিকার প্রদান করতে হবে। ৫. নির্বাচিত প্রার্থীকে ৬ (ছয়) মাস শিক্ষানবীশকাল হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে তবে প্রয়োজনে আরও ৩ (তিন) মাস বাড়ানো যেতে পারে। শিক্ষানবীশকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপনান্তে স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হবে এবং সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী বেতন/ভাতাদি প্রদান করা হবে। ৬. নির্বাচিত প্রার্থীকে কাজে যোগদানের পূর্বে জামানত হিসেবে ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা জমা দিতে হবে, যা চাকুরী শেষে সুদসহ ফেরতযোগ্য এবং সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসে জমা রাখতে হবে। ৭. আগ্রহী প্রার্থীকে গ্রামে-গঞ্জে অবস্থান করে দরিদ্র জনগণের সাথে কাজ করতে হবে। সাইকেল চালানো বাধ্যতামূলক। ধূমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। ৮. বাছাইয়ের পর শুধুমাত্র প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ইন্টারভিউ কার্ড ইস্যু করা হবে। ৯. আদিবাসী ও মহিলা প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে। ১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ সংশ্লিষ্ট পদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। পূর্বে যারা প্যানেলভুক্ত হয়েছেন কিন্তু কাজে যোগদান করেননি বা পূর্বে চাকুরীচ্যুত বা অব্যাহতি নিয়েছেন তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই। ১১. আবেদনপত্র আগামী ২০/০২/২০২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ডাকযোগে/ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না। পদের নাম খামের উপর স্পষ্ট করে লিখতে হবে। ১২. ত্রুটিপূর্ণ/ অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে। ১৩. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। ১৪. নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি www.caritasbd.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা

আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল, মহিষবাথান পোষ্ট বক্স নং-১৯, রাজশাহী-৬০০০।

বিপ/৩৩/২০

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

(মাউস ট্রাস্টের অধীন পরিচালিত)

ছয় মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মাউস ট্রাস্টের অধীনে পরিচালিত কারিতাস মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের (এমটিএস) ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি হতে এসএসসি *(খ) বয়স সীমা :* পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মহিলা: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), *(গ) বৈবাহিক অবস্থা :* বিবাহিত/অবিবাহিত *(ঘ) পারিবারিক অবস্থা :* অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা *(ঙ) অগ্রাধিকার :* কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়েরা।

২। *বাছাই পদ্ধতি :* লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক এন্ড মটর রিওয়াইন্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং (চ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (ছ) পেইন্টিং রেক্সিন এন্ড কাঠ ফার্নিচার (জ) বিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, আবাসন সম্পর্কিত: অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/-টাকা (অঞ্চল অনুসারে তারতম্য হতে পারে)।	

বিউটিফিকেশন ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ছ) পাসকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা				
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন : ০১৭১১৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল জলমা ট্রাঙ্ক রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন : ০১৭১৮৪০৪০৮২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন : ০১৭১৬৭৪৪৬৯৪	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/বি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন : ০১৯৫৫৫৯০৬৫৫	
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই,বায়েজিদ বোস্তামি রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৫৩৩৫২২৮	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন : ০১৭১৮২৭১৭০২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর,ফোন ফোন : ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	প্রজেক্ট ম্যানেজার ১/সি-১/এ, পল্লবী মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ মোবা: ০১৯৫৫৫৯০০৯৪	সমন্বয়কারী, এমটিএস ১/সি-১/এ, পল্লবী মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ মোবা: ০১৭১২১৫২৩৩৭

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

বিপ/৩৪/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৯ - ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস (দান সংগ্রহ)
ইসাইয়া ৫৮: ৭-১০, সাম ১১২: ৪-৯, ১ করি ২: ১-৫, মথি ৫: ১৩-১৬

১০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধ্বী স্কলাস্টিকা, কুমারী, স্মরণ দিবস
১ রাজাবলী ৮: ১-৭, ৯-১৩, সাম ১৩২: ৬-৯, মার্ক ৬: ৫৩-৫৬

১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
লূর্দের রাণী মারীয়া, স্মরণ দিবস
বিশ্ব রোগী দিবস
১ রাজাবলী ৮: ২২-২৩, ২৭-৩০, সাম ৮৪: ২-৪, ৯-১০, মার্ক ৭: ১-১৩
অথবা (লূর্দের রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবসের খ্রিষ্টযাগ)
সাধুসাধ্বীদের পর্বদিনের বাণীতান থেকে
ইসাইয়া ৬৬: ১০-১৪, সাম (যুডিথ) ১৩: ১৮-১৯,যোহন ২: ১-১১

১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
১ রাজাবলী ১০: ১-১০, সাম ৩৭: ৫-৬, ৩০-৩১, ৩৯-৪০, মার্ক ৭: ১৪-১৫, ১৭-২৩

১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
১ রাজাবলী ১১: ৪-১৩, সাম ১০৬: ৩-৪, ৩৫-৩৭, ৪০, মার্ক ৭: ২৪-৩০
বিশপ পনেন পল কুবি, সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী ও মেথডিয়ুস, বিশপ, স্মরণ দিবস (ইউরোপের প্রতিপালক)
১ রাজাবলী ১১: ২৯-৩২; ১২: ১৯, সাম ৮১: ৯-১৪, মার্ক ৭: ৩১-৩৭
অথবা স্মরণ দিবসের পাঠ
আদি ২: ১৮-২৫, সাম ১২৮: ১-৫, মার্ক ৭: ২৪-৩০

১৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
শনিবারে কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
১ রাজাবলী ১২: ২৬-৩২; ১৩: ৩৩-৩৪, সাম ১০৬: ৬-৭, ১৯-২২,মার্ক ৮: ১-১০

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৯ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৬০ ফাদার আগষ্টিন মাস্কারেনাস সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনি ওয়েবার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার কিয়ারা পিরিচ এমসি (খুলনা)

১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৫ ফাদার যাকোব দেশাই (ঢাকা)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ ভুর্ডি সিএসসি (ঢাকা)

১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার রোডলফা অর্নাগো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০১৩ ফাদার কার্লো কারাক্কি পিমে (দিনাজপুর)

১৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার মরিস জে. নরকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম চার্লস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সিস্টার রেজিনা কুজুর এসসি (দিনাজপুর)

১৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৫৫ ফাদার পল শ্যে সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার আর্থার ফ্লুয়েরি সিএসসি (ঢাকা)

১৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার বার্কম্যান্স এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পাসেত্তো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০০৬ ফাদার অতুল মাইকেল পালমা সিএসসি (ঢাকা)

পথশিশু প্রেমিক হয়ে উঠি

অবহেলিত ও লাঞ্ছিত পথশিশুদের জীবনে মৌলিক অধিকার যেমন অভাব তেমনি ভালবাসারও অভাব। তবে একটুখানি ভালবাসার ছোঁয়া বদলে দিতে পারে তাদের ভাসমান জীবন। ভালবাসাময় পরিচর্যা ও যত্ন পেলে পথের শিশুরাও দেশ ও জাতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শহরের অলিতে-গলিতে, পথে-বস্তিতে অবহেলায় জীবন-যাপন করছে হাজারো শিশু। যাদের অন্যান্য চাহিদার পাশাপাশি প্রয়োজন মানবিক ভালাবাসা ও সঠিক পরিচর্যা। সমাজের দরদী এবং দয়ালু হৃদয়বান মানুষদের ভালবাসার স্পর্শে নির্মল ও সরল মনের শিশুরা খুঁজে পেতে পারে নিরাপদ আশ্রয়। তাছাড়া ভালবাসায় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিত্তবান লোকেরাও ভূমিকা রাখতে পারে পথশিশুদের জীবনে পরিবর্তন আনয়নে। রাজধানীর ফুটপাথ বা অলি-গলি দিয়ে চলার পথে পথশিশুদের সাক্ষাৎ পাওয়া শহুরে মানুষদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু শহরের ব্যস্ততার মাঝে সেসব সুবিধাবঞ্চিত পথশিশুদের কথা চিন্তা করার ফুসরত কারোরই হয়ে ওঠে না। অন্যদিকে দারিদ্র্যতা, অসচেতনতা, পরিবার ভাঙ্গন, জলবায়ু পরিবর্তনের মত কারণসমূহ পথশিশুর সংখ্যা বৃদ্ধির নেপথ্যে কাজ করছে। যদিও বর্তমানে আমাদের দেশে অনেক এনজিও ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো পথশিশুদের সাময়িক সেবা দিয়ে থাকে যা কোনভাবেই পর্যাপ্ত নয়। আবার অনেকেই ব্যক্তিগত বা সমন্বিত উদ্যোগে অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসা, পড়াশুনার খরচ বহন করে থাকে কিন্তু তা পথশিশুদের ঘুরে দাঁড়াতে যথেষ্ট নয়। তাদের পথশিশু থেকে শিশুতে পরিণত করতে এবং সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে প্রয়োজন সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের কার্যকরী উদ্যোগ ও তা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করা।

পথশিশুদের পথেই জন্ম ও জীবনধারণের নির্মম বাস্তবতায় শৈশব বলতে কোন সময় অতিবাহিত করার সুযোগ তাদের নেই। নিরক্ষরতা, অনিরাপত্তা, দারিদ্র্যতা ও অবহেলার জাঁতাকলে তাদের স্বপ্নগুলো আজ মৃতপ্রায়। ভালবাসার অভাবে আজ তারা ঝুঁকিপূর্ণ পেশা-বৃত্তির দিকে ঝুঁকে পড়ছে। যা তাদের মৌলিক অধিকারকেই খর্ব করছে এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনকে ব্যাহত করছে। পথশিশুদের জীবনে সার্বিক পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের ভালবাসাময় দৃষ্টিতে তাদের ঠাঁই দিতে হবে। যেন তারা অন্যান্য শিশুদের মত সুযোগ-সুবিধা এবং যত্ন থেকে বঞ্চিত না হয়। বিশেষ করে, তারা যেন তাদের মৌলিক অধিকারটুকু চর্চা করতে পারে তা আমলে নিতে হবে। একমাত্র মায়া-মমতা এবং ভালবাসা দিয়েই পথশিশুদের আপন করে নেয়া সম্ভব। তাই নিজেদের সন্তানদের ভালবাসার পাশাপাশি পথশিশুদের ভালবাসার গুণটিও চর্চা করা নৈতিকতার অংশ।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, অনেকেই লোক দেখানোর অভিপ্রায়ে পথশিশুদের সাহায্য করে থাকে। যা অরুচিশীল ও নিকৃষ্ট মনুষ্যত্বের পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মন যেন আকাশের মতই উদার ও সীমাহীন হয় সেটাই প্রত্যাশা। কেননা পথশিশুদের প্রতি সামান্য ভালবাসাও তাদের জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনয়নে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিশেষে সকলের নিকট এটাই প্রত্যাশা যে, ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নয় বরং তাদের প্রতি ভালবাসা থেকেই যেন কিছু করার অভিপ্রায় জাগ্রত হয়। তাই আসুন মনে-প্রাণে আমরা সকলেই পথশিশু প্রেমিক হয়ে উঠি যেন আমাদের ভালবাসার আশ্রয়ে পথশিশুরা খুঁজে পায় নতুন ঠিকানা। ভালবাসাময় এই নতুন ঠিকানায় বেড়ে উঠুক আমাদের সুন্দর শিশুরা।

লেখক: জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

ফাদার টিটু ডেভিড গমেজ

সাধারণকালের ৫ম রবিবার

১ম পাঠ : ইসাইয়া ৫৮:৭-১০

২য় পাঠ : ১করিন্থীয় ২:১-৫

মঙ্গলসমাচার : মথি ৫:১৩-১৬

বাটুল বাবা-মা'র একমাত্র সন্তান। বাব-মা তাকে অনেক আদার-যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলছেন। পরিবারে একমাত্র সন্তান হওয়াতে বলা যায় যে তাকে যেন একটু বেশিই আদার-যত্ন করা হচ্ছে। প্রতিটি বাবা-মা'র মতো তাদেরও এই সন্তানকে নিয়ে অনেক আশা ও স্বপ্ন। ছোট থাকতেই বাটুল একটু দুষ্ট প্রকৃতির। বয়স বড়ার সাথে সাথে তার দুষ্টুমিও যেন বাড়তে লাগল। তার দুষ্টমি সবারচোখেই ধরা পড়তে লাগল। বাবা-মা কোনভাবেই তাকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পারছে না। এদিকে স্কুল ও পাড়া-প্রতিবেশী থেকে প্রতিদিনই তার নামে কোন না কোন অভিযোগ আসছে। বাটুল প্রায় প্রতিদিনই তার বাবা-মার কাছ থেকে মার খায়, গালি খায় এবং শাস্তিও পায়। বাটুলের যেন কোন গালি বা শাস্তিই গায়ে লাগে না এবং কোন পরিবর্তনও হয় না। বাটুল বাবা-মা, শিক্ষক-গুরুজন কারো কথাই শোনে না এবং মানে না। বাবা-মা তার প্রতিদিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। তারা বুঝতে পারছে না তাদের এই সন্তানকে আর কিভাবে সায়েস্তা করা যায়। একদিন তাদের বাড়িতে তাদের এক আত্মীয়া মিলানি আসল। বাটুলের বাবা-মা ভাবতে লাগল যে মিলানির সাথে বাটুল না যানি কেমন দুষ্টুমি করে। কিন্তু অবাক বিষয় যে বাটুল একমাত্র মিলানির কথা শুনে এবং সে যা বলে বাটুল তাই করে। তারা অবাক হয়ে মিলানিকে জিজ্ঞেস করল যে এটা কিভাবে সম্ভব। মিলানি বলল যে বটুলের দুষ্টুমি সর্ম্পকে সে আগেই সব শুনেছে। তাই প্রথম থেকেই বাটুলের সাথে আমি কোন খারাপ ব্যবহার করিনি বা রাগ করিনি বরং তার যে ভাল দিকগুলি আছে আমি তার উচ্চ প্রশংসা করেছি এবং সে আমাকে গ্রহণ করেছ। এর পর আমি তাকে যা বলি সে তাই শুনে।

আজকের পাঠ বিশেষ করে মঙ্গলসমাচার আমাদের যেন মানুষের প্রশংসা করতে শেখায়। যিশু নিজেই যেমন বলেছেন, "তোমরা যেন এই পৃথিবীতে নুনেরই মতো" *(মথি:৫:১৩)*। আবার তিনি এও বলেছেন, "তোমরা যেন এই জগতের আলোরই মতো" *(মথি:৫:১৪)*। যিশু নিজেই তার শিষ্যদের বেছে নিয়েছেন এবং আমরা জানি যে শিষ্যদের বেশিরভাই ছিল অতি সাধারণ এমনকি এদের মধ্যে অনেকেই ছিল মাছ ধরার জেলে। আর এই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ যে অসাধারণ ভাল কিছু আছে তাই তুলে ধরে তিনি বলেছেন তারা যেন এই পৃথিবীতে নুন অর্থাৎ লবণ ও আলোর মতো। যিশু তাদের ভাল দিকটা তুলে ধরেছেন। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনেক ভাল কিছু ও সুন্দর দিক রয়েছে। আমরা অনেক সময় সেই ভালত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই বা সেই ভাল দিকটা উপলব্ধি করতে পারি না। মণ্ডলীর কথাই ধরা যাক। একটা সময় মনে করা হত জগত খারাপ, শরীর মন্দ ও খারাপ। তাই এই মন্দতা থেকে রক্ষা পাবার জন্য, পাপ বা মন্দতা থেকে সুরক্ষার জন্য শরীরকে কষ্ট দেওয়া হত। অথচ যিশু কিন্তু নিজেই এই জগতে এসেছেন, নিজেই মানব দেহধারন করেছেন। আমরা বলতে পারি তার এই আগমন ও দেহধারন আমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছে যে জগত ও দেহ মাত্রই মন্দ বা খারাপ নয়। সাধু পলের ভাষায় বলা যায়, "তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির ... ঈশ্বরের মন্দির যে পবিত্র-আর তোমরা হলে তাঁর সেই মন্দির" *(১করি.৩:১৬-১৭)*। আবার পিতরের মতো করে বলা যায়, "পরমেশ্বর যা পবিত্র করে তুলেছেন, তাকে তুমি অশুচি বলো না" *(শিষ্য.১০:১৫)*। প্রত্যেকের মধ্যেই ভাল ও পবিত্র দিক রয়েছে। আমরা তা কতটুকু প্রকাশ করছি এবং অন্যেরা তা কতটুকু উপলব্ধি করছে।

আজ মঙ্গলসমাচারে যিশু তার শিষ্যদের বলছেন, "তোমরা এই জগতের আলো" *(মথি:৫:১৪)*। আবার অন্য জায়গায় তিনি বলছেন, "আমি জগতের আলো" *(যোহন ৮:১২)*। তাহলে স্বভাবতই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে যে কে তাহলে জগতের আলো - যিশু না তার শিষ্যরা। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেতে পারি যোহন অনুসারে মঙ্গলসমাচারে যেখানে বর্ণিত আছে, "যতক্ষণ আমি এই জগতে আছি, ততক্ষণ জগতের আলো হয়েই আছি" *(যোহন ৯:৫)*। অর্থাৎ যিশু যতদিন শারীরিক বা বাহ্যিকভাবে এই জগতে আছেন ততদিন তিনি জগতের আলো হয়েই থাকবেন। যখন তিনি শারীরিকভাবে এই পৃথিবীতে থাকবেন না তখন তার শিষ্যরাই যেন এই ভুমিকা পালন করে।

খ্রিস্টে বিশ্বাস ও দীক্ষার ফলে আমরা প্রত্যেক খ্রিস্টভক্তই যিশুর শিষ্য। আজকের মঙ্গলসমাচার অনুসারে এই জগতে খ্রিস্টানদের ভূমিকা দুটি শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে: নুন বা লবণ এবং আলো। অতীতে লবণ খুবই প্রয়োজনিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বস্তু ছিল। বিশেষ করে অর্থনৈক, খাদ্য সংরক্ষণ ও সুস্বাদুর ক্ষেত্রে। খাদ্যের ক্ষেত্রে লবণের প্রয়োজনিয়তার কাথা আমারা সকলেই অবগত আছি। লবণ ছাড়া খাবার সুস্বাদু হয় না। লবণ যখন খাবারে দেওয়া হয় তখন মাত্র খাবার সুস্বাদু হয়। তাই খাবার সুস্বাদু হওয়ার জন্য লবণের বড় ভূমিকা আছে। একইভাবে খ্রিস্টানরা হচ্ছে এই জগতে লবণের মতো। খ্রিস্টানরা এই জগতে আছে জগতকে বাসযোগ্য, ভালোবাসাময়, সুন্দর ও সত্যময় করে তুলতে। আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্নের উদয় হতেই পারে যে কীভাবে আমরা এই জগতকে ভালোবাসাময়, সুন্দর ও সত্যময় করে তুলতে পারি? সাধু মার্ক অনুসারে মঙ্গলসমাচারে এর উত্তর খুজে পাওয়া যায় এইভাবে, "তোমাদের নিজেদের অন্তরে যেন নুনের সেই সম্বলটুকু থাকে, তোমরা সর্বদাই পরস্পরের মধ্যে শান্তি রক্ষা করে চল"*(মার্ক ৯:৫০)*।

লবণ হিসেবে আমরা আহুত যিশুর পবিত্র শিষ্য হতে এবং আহুত বন্ধুত্বপূর্ণ, দয়ালু ও শান্তিপ্রিয় হয়ে সবার সঙ্গে বসবাস করতে। আর আলো হিসেবে আমরা আহুত অন্যকে সঠিক পথ দেখাতে। আলো ছাড়া আমরা পথ চলতে পরি না, সঠিক পথে যেতে পারি না বরং গর্তে ও খাদে পড়ে যাওয়া এবং ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই আলো যেন আমাদের এই কথা বলে, "এটা সঠিক রাস্তা, গ্রহণ কর; এখানে গর্ত, খাদ ও সমস্যা আছে তা পরিহার কর।" লবণ ও আলো রূপ যিশুর শিষ্য ছাড়া পৃথিবী হবে বসবাসের অযোগ্য। আলো এবং লবনের গুনে পৃথিবী হবে নিরাপদ ও উৎকৃষ্ট বসবাসের আবাস। খ্রিস্টান ও যিশুর শিষ্য হিসেবে এটা আমাদেরই দায়িত্ব এই পৃথীবিকে সুন্দর ও উৎকৃষ্ট বসবাসের আবাসে পরিণত করা।

এটা কীভাবে আমাদের দ্বারা সম্ভব? এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব যেমন ভাবে লবণ ও আলো সম্ভব করে। প্রথমত, খাদ্যে ব্যবহারের আগে লবণকে অবশ্যই খাদ্য থেকে আলাদা হতে হবে এবং লবণের নিজস্ব স্বাদ থাকতে হবে। লবণ যদি নজের স্বাদ

হারিয়ে ফেলে তাহলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়বে। তখন খাদ্য ও লবণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তা আর তখন লবণ হিসেবে খাদ্যে ব্যবহার করা হবে না কারণ খাদ্যে ব্যবহার করে কোন লাভ হবে না এবং খাদ্যকে সুস্বাদু করতে পারবে না। একইভাবে আলো যদি কোন মানুষকে অন্ধকারে সাহায্য করতে চায় তাহলে আলোকেও অন্ধকার থেকে আলাদা হতে হবে। আলো যদি অন্ধকারের মতো কালো হয় তাহলে তো অন্ধকারে সেই আলো নিয়ে কোন লাভ হবে না। যেমন শেষ হয়ে যাওয়া বা ফুরিয়ে যাওয়া ব্যাটারি দিয়ে রাতের অন্ধকারে টর্চ লাইট মানুষের কোন কাজে লাগে না। এই জগতে আমাদের লবণ ও আলো হওয়ার অর্থই হচ্ছে এই জগত ও জাগতিকতা থেকে এবং অন্যদের থেকে একটু আলাদা হতে হবে। খ্রিস্টের শিষ্যরূপ খ্রিস্টানরা যদি অন্যদের কাছ থেকে আলাদা হতে না পারে তাহলে যেন আমরা নিজস্ব স্বাদ হারিয়ে যাওয়া সেই লবণেরই মতো যা অন্যকে স্বাদযুক্ত করতে পারে না এবং অন্যকে ভালোর দিকে পরিচালিত করতে পারে না। এখন কথা হতে পারে কোন জিনিসটা আমাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। সেটা অন্য কিছু নয় বরং আমাদের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন। যেমনটি বর্ণিত আছে যোহন অনুসারে মঙ্গলসমাচারে, "তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য" *(যোহন: ১৩:৩৫)*।

লবণ ও আলো যাকে পরিবর্তন করতে চায় তার সংস্পর্শে এসেই তাকে পরিবর্তন করতে হবে। যদি সংস্পর্শে না আসে তাহলে কখনোই তা পরিবর্তন হবে না। লবণ যদি খাদ্যকে সুস্বাদু করতে চায় তাহলে লবণকে খাদ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং খাদ্যে প্রবেশ করে সেখান থেকে খাদ্যকে পরিবর্তন করতে হবে বা তাকে সুস্বাদু করতে হবে। লবণ যদি খাদ্যের সঙ্গে না মিশে তবে খাদ্য কখনই পরিবর্তন হবে না বরং খাদ্য খাদ্যের মতোই থেকে যাবে এবং লবণ লবণের মতোই থেকে যাবে। একইভাবে আলো তখই একটা মানুষে পথ দেখাতে পারবে যখন সে অন্ধকারের সংস্পর্শে আসে। আলো যদি অন্ধ কারে না আসে তাহলে তা আর মানুষের কাজে লাগলনা। অনেক সময় আমরা জগত, মানুষ, সমাজ, সমস্যা ইত্যাদি থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে শুধু নিজেদের ভাল রাখার চেষ্টা করি। এতে নিজের ভাল হয় কিন্তু অন্যের জন্য কোন কাজে আসে না। নিজে লবণ ও আলো হয়ে থাকি কিন্তু সেই লবন ও আলো অন্যের জন্য কোন উপকারে আসে না। যিশু বলছে "বাতি জ্বালিয়ে লোকে তো কখনো ধামার নীচে রাখে না; তা রাখে বাতিদানেই; তবেই তো বাড়ির সবাই আলো পায়" *(মথি ৫:১৫)*।

যিশুর শিক্ষায় রূপান্তরিত আমাদের জীবন দেখেই অনেরা বুঝতে পারবে যে যিশুর পথ সত্যই ধর্মের পথ বা আলোর পথ। আজকের প্রথম পাঠে প্রবক্তা ইসাইয় যেন আমাদের এই আলোর জীবনের কিছু দিক তুলে ধরছেন এই ভাবে, "ক্ষুধার্তের সঙ্গে তোমার খাবার ভাগ করে নাও, গৃহহীন দীনহীনকে আশ্রয় দাও উলঙ্গকে দেখলে বস্ত্র পরিয়ে দাও ... তবেই তোমার আলো উষার মত উজ্জ্বল প্রকাশ পাবে" *(ইসাইয়া ৫৮:৭-৮)*।

আমরা এখন প্রায়ই অভিযোগের সাথে বলি যে জগত যেন আজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে, অনেক খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মানুষ মন্দতাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি সত্যিই তাই হয় তাহলে কী আমাদের নিজেদের ব্যর্থতা এইভাবেই স্বীকার করে নিয়ে বলতে পারি না যে, আমারা আজ জগতের কাছে লবণ ও আলো হতে পারছি না বলেই জগত ও জগতের লোকের এই অবস্থা? ■

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE MULTIPURPOSE SOCIETY LIMITED
Church Community Centre, 9, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215, Phone: 9115935
Reg. No. 1289/1970

দোকান ভাড়া দেয়া হবে

ফার্মগেট গ্রীণ ভিউ সুপার মার্কেট (টেনুদার মার্কেট) এর নিচ তলায় ৭ নং দোকান ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি X ১০ ফুট = ১৭৬ বর্গফুটের একটি দোকান ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার
৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন নং : ৯১১৫৯৩৫, মোবাইল নং : ০১৭৯২০২৫০৩৫
বিকাল ৪টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত।

জমি বিক্রয় হবে

সিংগাইর উপজেলা সুদক্ষিরা মৌজা হেমায়েতপুর ট্যানারী শিল্প নগরীর বিপরীতে ধলেশ্বরী নদীর পাড়ে রাস্তা সংলগ্ন ৭০ শতাংশ একটি জমি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা :
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ মালটিপারপাস সোসাইটি লিঃ
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার
৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ফোন নং : ৯১১৫৯৩৫, মোবাইল নং : ০১৭৯২০২৫০৩৫
বিকাল ৪টা হতে রাত ৮টা পর্যন্ত।

বিপ/৩৬/২০

বিশ্ব রোগী দিবস – ২০২০

“তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব ।” (মথি ১১:২৮)

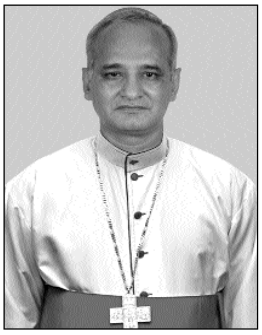

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জন পল (যিনি এখন মহান সাধু দ্বিতীয় জন পল) কাথলিক মণ্ডলীতে বিশ্ব রোগী দিবস প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয় পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হন ও পরবর্তীকালে অসুস্থতার ক্রুশ বহন করে বহু বছর সর্বজনীন মণ্ডলীর পালকীয় দায়িত্ব পালন করেন । রোগী দিবস প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল ‘যেন আমরা রোগীদের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হই, তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকি ও তাদের নিরাময়ের জন্য ক্রমাগত প্রার্থনা করি । ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতি বছর ১১ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে বিশ্ব রোগী দিবস । এই দিনটি লূর্দের রাণী মা মারীয়ার পর্ব । বিশেষ এই দিনটি বেছে নেয়ার কারণ হিসেবে কাজ করেছে বিপুল সংখ্যক রোগীদের তীর্থযাত্রী হিসেবে লূর্দে যাত্রা এবং মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় নিরাময় লাভ । বর্তমানে লূর্দের রাণী মা-মারীয়া রোগীদের আশ্রয় হিসেবে স্বীকৃত ও সম্মানিত ।

প্রতিবছর রোগী দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা একটি মূলভাব নির্ধারণ করেন । সেই ধারাবাহিকতায় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রোগী দিবস উদ্‌যাপনের জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মূলসুর নিয়েছেন, “তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব ।” *(মথি ১১:২৮)*

প্রভু যিশুর করুণা সবার জন্যই উন্মুক্ত । তাঁর সহমর্মিতা সকল মানুষের জন্য, বিশেষতঃ যারা দুঃখী, নিপীড়িত, শ্রান্ত, ক্লান্ত, অসুস্থ, পাপী, যারা সমাজে নিয়মের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে, যারা দমন-নীতি’র কারণে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে– তাদের জন্য! মূলসুরে উদ্ধৃত উক্তি দ্বারা যিশু এ’সব মানুষের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন । পোপ ফ্রান্সিস যিশুর এই কথা ব্যাখ্যা করে বলেন, যিশু ঈশ্বর হয়েও জগতে মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করে মানবীয় দুর্বলতা ও কষ্টের সহভাগী হয়েছিলেন । দুর্বলতা ও কষ্টভোগের সময়ে যিশু তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছ থেকে লাভ করেছেন সান্ত্বনা । ব্যক্তিগতভাবে দুর্বলতা, কষ্ট ও দূর্ভোগ যারা অভিজ্ঞতা করেন, যিশুর মত তারা সক্ষম হয় অন্যকে সান্ত্বনা দিতে ।

মানুষের অসুস্থতার বহু ধরণ আছে, কখনো দৈহিক, কখনোবা মানসিক! কিছু মানুষের রোগগুলো হয় দীর্ঘস্থায়ী ও অনিরাময়যোগ্য । কিছু মানুষ অজান্তে ও প্রাকৃতিক নিয়মে দীর্ঘকালীন অসুস্থতার ক্রুশ বহন করে যেমন: মানসিক অসুস্থতা, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তি, বার্ধক্যজনিত ব্যাধি, ইত্যাদি । দীর্ঘসময় অসুস্থ ব্যক্তি এবং মৃত্যু পথযাত্রীদের জন্য পেলিয়েটিভ কেয়ার প্রয়োজন । কেবল চিকিৎসা বা নিরাময় নয়, তাদের জন্য আমাদের নিবিড় যত্ন প্রয়োজন, প্রয়োজন মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর । চিকিৎসা ছাড়াও তাদের হৃদয় আমাদের কাছে আশা করে আন্তরিকতাপূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ, এক কথায় ‘ভালবাসা’! কারণ একজন ব্যক্তির অসুস্থতা শুধুমাত্র তার শারীরিক কষ্টেই সীমাবদ্ধ নয়; এটা ব্যক্তির সামগ্রিক জীবন অর্থাৎ আবেগিক ও মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক দিকগুলোকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করে । প্রতিটি অসুস্থ মানুষের পাশে থাকে তার পরিবার, যে পরিবার ভাগ করে নেয় অসুস্থ মানুষের অসহায় অবস্থা, তাকে দেয় চিকিৎসা, সমর্থন ও সান্ত্বনা!

খ্রিস্টমণ্ডলী মঙ্গলসমাচারে উল্লেখিত দয়ালু শমরীয়’র আদর্শ অনুকরণ করার জন্য আহূত । যারা অসুস্থ, তারা মণ্ডলীর মাধ্যমে যিশুর মমতাময় দৃষ্টি ও তাঁর হৃদয়ের ভালবাসা অনুভব করে । পোপ মহোদয় বলেন, “প্রভু যিশু রোগীকে ঔষধের প্রেসক্রিপশন দেননি । তিনি তাঁর আবেগ-অনুভূতি, মৃত্যু-যন্ত্রণা ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদেরকে মন্দের হাত থেকে মুক্ত করেছেন ।” তিনি আহ্বান করেন যেন জগতে খ্রিস্টমণ্ডলী দয়ালু শমরীয় হয়ে ওঠে । খ্রিস্টমণ্ডলী, স্থানীয় ধর্মপল্লী ও খ্রিস্টান সমাজ এমন একটি আবাস (পান্থশালা) যেখানে অসুস্থ মানুষ আশ্রয় পায়, বিশ্রাম পায়, অভিজ্ঞতা করে ঈশ্বরের সহমর্মিতার অনুগ্রহ । অসুস্থ মানুষ সেখানে খুঁজে পায় ঘনিষ্ঠতা, গ্রহণযোগ্যতা, স্বস্তি ও বিশ্রাম ।

চিকিৎসা সেবায় ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রশাসনিক সেবাদায়িত্ব যারা পালন করছেন, তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান পোপ মহোদয় স্বীকার করেন । স্বাস্থ্য সেবাকর্মীরা জগতে যিশুখ্রিস্টের সান্ত্বনা ও আরামের সাক্ষ্য দান করেন । যারা পেশাদার চিকিৎসক, ঔষধ প্রস্তুতকারী এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাজনিত ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তি, তাদের উদ্দেশে পোপ বলেন তারা যেন রোগীকে বিশেষ ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করেন ও তাদের ব্যক্তিমর্যাদা এবং জীবনকে মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন । তারা যেন সহজ মৃত্যুর পথ বেছে নেয়ার উদ্দেশে ইথানাসিয়াস ব্যবহারে সকল আপোস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ।

মানবজীবন অতি পবিত্র একটি বিষয় । মানুষের জীবন ঐশরিক, তাই তা অলঙ্ঘনীয় । শেষাবধি জীবনের সুরক্ষা বিধান ও ঐশ ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ক’রে যেতে হবে । পোপ মহোদয় স্মরণ করিয়ে দেন, যুদ্ধ ও সংহিসতার সময় বা রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়, যা চরম অন্যায্যতা । চিকিৎসা সেবালাভের বৈধ অধিকার থেকে কাউকে কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত করা যাবে না ।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, যারা চরম দারিদ্র্যে বসবাস করে, প্রায়শঃ তারা উপযুক্ত চিকিৎসাসেবালাভে সমর্থ হয়না । এই বিষয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নেতৃবর্গকে সাড়াদান করতে হবে, অধিকতর উদারতা প্রদর্শন করতে হবে, ন্যায্যতার আহ্বানে সাড়াদান করতে হবে । অসুস্থ মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কোমল ভালবাসা ও ঘনিষ্ঠতা, প্রয়োজন ঈশ্বরের চরণে তাদের নিরাময়ের জন্য আমাদের নিরন্তর ও অবিচল প্রার্থনা ।

রোগী দিবসেও সর্বদা রোগীদের স্বাস্থ্য, মা-মারীয়ার মধ্যস্থতায় আমরা সকল অসুস্থ মানুষের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করি । আরও প্রার্থনা করি, যারা রোগীদের সেবা করেন, সেই সকল ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবাকর্মীদের জন্য । ‘রোগীদের স্বাস্থ্য হে মা-মারীয়া, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর ।”

আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি
চট্টগ্রামের আর্চবিশপ
সভাপতি, এপিসকপাল স্বাস্থ্যসেবা কমিশন

পবিত্র-শিশুমঙ্গল দিবস উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন, বড়দিন উৎসব পালন করেছি, যিনি পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র হয়েও অসহায় শিশুরূপে বেথলেহেমের এক গোয়াল ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন। আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সেই বড়দিন ও খ্রিস্টীয় নববর্ষ ২০২০ খ্রিস্টাব্দের উষ্ণপ্রীতি ও শুভেচ্ছা। এ বছর আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার পালন করতে যাচ্ছি ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০খ্রিস্টাব্দ ।

বেথলেহেমের নিষ্পাপ শিশুরা ছিল মঙ্গলবাণীর প্রথম ধর্মশহীদ, যারা নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে শিশু যিশুর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। শিশুরা ছিল সর্বদা যিশুর চোখের মণি। তাই তিনি বলেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিও না। কারণ এ শিশুদের মতো যারা ঐশরাজ্য যে তাদেরই" *(মার্ক-১০:২৪)* ।

যিশুর মতোই আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস সর্বদা শিশুদের খুবই ভালবাসেন এবং এই শিশুদের মাঝেই তিনি যিশুকে খুঁজে পান। তিনি সবর্দা পিতা-মাতাদের তাগিদ দেন, যেন তারা তাদের শিশুদের ঈশ্বরের উপহার হিসাবে গ্রহণ করেন এবং দায়িত্বশীল ভালবাসার মনোভাব নিয়ে মানুষ করতে যত্নশীল হন। গত ২২ ডিসেম্বর ভাতিকানের সাধ্বী মার্থার শিশু হাসপাতালের ৩০০ জন অসুস্থ শিশু ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দেখতে গিয়ে পোপ বলেন, "শিশুরা নিষ্পাপ, তারা আমাদের জন্য একেকটি প্রতিশ্রুতি এবং অনেক ভাল জিনিসের উপহার স্বরূপ (Children are innocence, Promise, many good things")। শিশুদের জন্য আনন্দ দেওয়াকে তিনি একটি অসামান্য ভালবাসার কাজ বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন যে, "যুদ্ধকে পরাজিত করার জন্য ভালবাসার দরকার। নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন দিগন্তের দিকে তাকানোর জন্য আশা দরকার, যা যিশুর কাছ থেকে আসে আর আমাদের সবার সন্মিলিত প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়িত হয়।"

গত বছরের পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উপলক্ষে সিস্টার রবের্টা ট্রেমারেল্লী, যিনি পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারী, তিনি বলেছিলেন, "শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। আমাদের সেবাযত্ন ও ভালবাসা তাদের কঠিনতম সময়ে আনন্দ, প্রার্থনা ও সহভাগিতার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সহায়তা করে"। মিশনারী শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনের লক্ষ্যই হলো একটি বিশেষ দিনে সারা পৃথিবীর শিশুরা যেন উপলব্ধি করতে পারে যে, মণ্ডলীতে তাদের বর্তমান উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারাও বড়দের মতো তাদের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, অর্থদান ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করতে পারে এবং মণ্ডলীর মিশনারী কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারে।

তাই খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, আসুন আমরাও আমাদের শিশু কিশোরদের মাণ্ডলিক আদর্শে জীবন গঠনে যত্নবান হই এবং অন্যদের প্রতি ভালবাসা, সহনশীলতা, সহভাগিতা, ত্যাগস্বীকার ইত্যাদি মনোভাব জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে তাদের মাঝে মিশনারী উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলি। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে অসংখ্য ফাদার, সিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী, ভক্ত জনসাধারণ ও যুবক-যুবতীগণ শিশুমঙ্গল এনিমেটর হিসাবে শিশুদের ধর্মীয়,সামাজিক ও মানবিক গঠনে অসামান্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। শিশুমঙ্গল দিবস উপলক্ষে আমি তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করছি এবং তাদের এই প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। গত বছর শিশুমঙ্গল রবিবারে পুণ্যপিতার পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার জন্য আপনারা অকৃপণভাবে যে অনুদান দিয়েছিলেন, সকলের জানার জন্য ধর্মপ্রদেশভিত্তিক তা প্রদান করা হল:

ক্রমিক নং	ধর্মপ্রদেশ	পরিমাণ
১।	ঢাকা মহা-ধর্মপ্রদেশ	২,৭৮,৬৯৮.০০
২।	চট্টগ্রাম মহা-ধর্মপ্রদেশ	২৬,৬২২.০০
৩।	দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	৫৬,২৫০.০০
৪।	খুলনা ধর্মপ্রদেশ	২৪,০৭২.০০
৫।	ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	৪১,৪৯৮.০০
৬।	রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৬৬,৮২৮.০০
৭।	সিলেট ধর্মপ্রদেশ	২৭,৭০০.০০
৮।	বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২৭,৫১৭.০০
	মোট টাকা	**৫,৪৯,১৮৫.০০**

কথায়: পাঁচ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার একশত পঁচাশি টাকা মাত্র।

আশা রাখি দিন দিন আমাদের দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের শোষিত, নিপীড়িত ও অভাবগ্রস্ত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুণ্যপিতার হাতকে আমরা আরো শক্তিশালী করতে পারবো। সর্বজনীন মাতামণ্ডলীর সার্বিক কল্যাণে আপনাদের উদার সহযোগিতা, সহভাগিতা, প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারের জন্য পোপ মহোদয় ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সকল কৃপা ও আশীর্বাদের উৎস পিতাপরমেশ্বর আপনাদের সবাইকে তাঁর অনুগ্রহধন্য করুন।

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস
বাংলাদেশ।

শিশুদের মানবিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও আধ্যাত্মিক যত্ন সম্পর্কে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের কিছু কথা

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা বিশ্বে যখন অগণিত নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি নানান ধরনের অন্যায় আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে- সেই মুহূর্তে পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই শিশুরা পরম পিতা ঈশ্বরের চোখের মণি, তারা প্রভু যিশুর পরম প্রীতিভাজন, যা আমরা তিনটি মঙ্গলসমাচারেই দেখতে পাই: "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাঁধা দিওনা! কারণ এই শিশুদের মত যারা, ঐশরাজ্য যে তাদেরই *(মার্ক ১০:১৪)*।" পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রভু যিশুর ন্যায় সর্বদা শিশুদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ও স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেছেন তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও ধর্মোপদেশের মাধ্যমে। তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিশুরা আমাদের বোঝা নয়, কিন্তু তারা মানব জাতির জন্য একেকজন অমূল্য রত্ন, পরম পিতার এক অপূর্ব আশীর্বাদস্বরূপ।

এ বছরের ১২ জানুয়ারি, প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব উপলক্ষে পুণ্যপিতা ঐতিহাসিক সিসটিন চ্যাপেলে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং তিনি সেখানে ২৩জন শিশুকে দীক্ষা দেন, যাদের পিতা-মাতারা সবাই ভাতিকানে কর্মরত। ঐদিনের ধর্মোপদেশের সময় পোপ মহোদয় বলেন, "এটা এক অপূর্ব ধর্মোপদেশ, যখন গির্জার ভিতর একটা নিষ্পাপ শিশুর কান্নার সুর শোনা যায়।" শিশুদের আধ্যাত্মিক যত্নে পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করে পোপ মহোদয় বলেন, "বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত শিশুদের পবিত্র আত্মার শক্তিতে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে।" তিনি আরো বলেন, "একটি শিশুকে বাপ্তিস্ম দেওয়াটা একটি ন্যায্যতাপূর্ণ কলাকৌশল। কারণ বাপ্তিস্ম দেওয়ার মাধ্যমে আমরা শিশুদের জন্য একটা মহামূল্যবান রত্ন প্রদান করি, আমরা তাদেরকে একটি সুনিশ্চিত জামানত প্রদান করি আর তা হলো স্বয়ং পবিত্র আত্মা।"

গত বছর এই সিসটিন চ্যাপেলেই প্রভু যিশুর দীক্ষাস্নান পর্ব উপলক্ষে খ্রিস্টযাগে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২৭জন শিশুকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং উপদেশের সময় বলেছিলেন "তোমরা তোমাদের শিশুদের সামনে ঝগড়া করো না।" তাঁর মতে, ঝগড়াঝাটি করা দম্পতিদের জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, তবে সন্তানদের সামনে তা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। ঐদিনের ধর্মোপদেশের সময় তিনি বলেছিলেন, "দম্পতিরা ঝগড়া করবে-এটা খুবই স্বাভাবিক, বরং না করলেই তা অস্বাভাবিক। ঝগড়া করো, কিন্তু এমনভাবে ঝগড়া করো যেন তোমাদের শিশুরা তা দেখতে না পায়, তারা যেন তা না শোনে। কারণ তোমরা বুঝবে না তোমাদের শিশুরা কী মনোভাব নিয়ে বেড়ে ওঠবে যখন তারা চোখের সামনে দেখতে পাবে পিতা-মাতারা ঝগড়া করছে।" উপদেশের শেষ পর্যায়ে পোপ মহোদয় লক্ষ্য করছিলেন যে, কতগুলো শিশু ক্ষুধার্ত হয়ে কান্নাকাটি করছে আর মায়েরা তাদের স্তন্য-পান করাতে ইতস্ততঃ বোধ করছেন। তাদেরই লক্ষ্য করে পুণ্যপিতা বলেছিলেন, "যদি শিশুরা ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে তবে গির্জাঘরের ভিতরেও নিশ্চিন্ত মনে তাদের দুধপান করাও, কারণ এটাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

গত ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস ভাতিকানে অবস্থিত বিনামূল্যে পরিচালিত একটি শতবর্ষী স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রে চিকিৎসারত ৩০০জন শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঐ ৩০০জন শিশু ও তাদের পিতা-মাতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "শিশুদের আনন্দ দেওয়াটা বাস্তবিকই একটি মহৎ কাজ। যখন পিতা-মাতারা তাদের শিশুদের সঙ্গে খেলতে জানে, তখন তারা সত্যিই এক মহান কাজ সম্পন্ন করে। নিষ্পাপ শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করার অর্থই হল তাদের কাছে মঙ্গলজনক অনেক প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করা।" এই সময়ে তিন পণ্ডিতের পোষাক পরিহিত তিনজন শিশুর কাছ থেকে "উপহার" গ্রহণ করে পুণ্যপিতা আশা, ভালবাসা ও শান্তি- এই তিনটি বিষয়ে কথা বলেন। তিনি শিশুদের কাছে জানতে চান "যুদ্ধ না শান্তি? কোনটি ভাল? শিশুরা এক বাক্যে উত্তর দিয়ে বলেছিল "শান্তি"। এরপর পোপ মহোদয় বলতে থাকেন যে, "যুদ্ধকে পরাজিত করার জন্য ভালবাসার দরকার আর 'আশা' মানে ভবিষ্যতের দিকে, নতুন দিগন্তের দিকে তাকানো। এই আশা সর্বদাই একটা শ্রেয়তর পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে প্রভু যিশুর কাছ থেকেই আসে এবং আমাদের পরিশ্রমের ফলেই তা বাস্তবরূপ ধারণ করে।"

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি পোপ ফ্রান্সিস ফিলিপাইনের রিজাক পার্কে তাঁর পালকীয় সফরের সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেছিলেন, যেখানে প্রায় ৬০ লক্ষ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন ছিল ফিলিপাইনের বিখ্যাত পর্বোৎসব "শিশু যিশু" বা "সেন্ট নিনো"র পর্ব। এ পর্ব উপলক্ষে শিশু যিশুর কথা বলতে গিয়ে পোপ মহোদয় তাঁর উপদেশবাণীতে বিশ্বের সকল অসহায়, দরিদ্র ও শোষিত শিশুদের কথা স্মরণ করেছিলেন যারা ছিল বেথলেহেমের সেই শিশু যিশুরই মুখচ্ছবি। তিনি বলেছিলেন, "শিশু যিশু ছিলেন একজন দুর্বল ও অক্ষম শিশু, যার সুরক্ষা দেওয়া অতি জরুরী প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই শিশুই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা, করুণা ও ন্যায্যতা পৃথিবীতে বয়ে এনেছিলেন। শিশুরা দুর্বল ও অক্ষম হলেও তারা আমাদের বোঝা নয়। প্রত্যেকটি শিশুই পিতা-মাতাদের জন্য একেকটি উপহার ও ঐশ আশীর্বাদের চিহ্ন। পুণ্যপিতা এই কথাটিই অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছিলেন উপস্থিত অভিভাবকদেরঃ "প্রত্যেক শিশুকেই আমাদের দেখতে হবে একেকটা উপহার হিসাবে, যাকে স্বাগত জানানো, সযত্নে লালন-পালন ও সুরক্ষা দেওয়া অতীব জরুরী। আমাদের কিশোর-কিশোরীদেরও যত্ন করা খুবই জরুরী কাজ। তাদের আশাহত হতে দেওয়া যাবে না কিংবা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা জীবনে তাদের বাধ্য করা উচিত নয়।"

এই বাণীগুলোর মাধ্যমে পোপ মহোদয় মূলতঃ প্রতিটি পিতা-মাতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিশুরা প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটা অমূল্য ঐশদান, যার কোন তুলনা হয়না। এই ঐশদানকে স্বাগত জানানো, যত্ন করা ও সুরক্ষা দেওয়া সবার খ্রিস্টীয় দায়িত্ব। মানবিক মর্যাদা পাওয়া প্রতিটি শিশুর একটা ন্যায্য অধিকার- পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এটাই মূল শিক্ষা এবং আমাদের কাছে তাঁর আহ্বান বাণী।

তথ্যসূত্রেঃ

(1) Vatican Dicasteries/Diplomacy, January 18,2015.

(2) Vatican News (CAN), December 22,2019

(3) Shalom News, JANUARY 13, 2020. ❑

অসুস্থ যারা তাদেরই মহাচিকিৎসক যিশুকে প্রয়োজন

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

একবার 'বিবাহ ও পরিবার জীবন' সম্পর্কে এক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হলো : আপনাদের মধ্যে কেউ কী অসুস্থ? কেউ হাত তুললেন না। তার মানে সবাই সুস্থ। আবার জিজ্ঞেস করা হল : আপনাদের মধ্যে যারা সুখী, তারা হাত তুলুন। এবারও কেউ হাত তুললেন না। বললাম আপনি যদি সুখী না হন, তার মানে আপনার অসুখ আছে, তাই না? এবার সকলেই হাসলো এবং মাথা নেড়ে বললো, ঠিকই তো, আমি যখন সুখী মানুষ নই, তার মানে হল আমার অ-সুখ আছে। ইংরেজীতে আপনি হয়তো এই অ-সুখকে unhappy বলবেন। বাংলায় কিন্তু আমরা অসুস্থতাকে অসুখ বলে থাকি। তার মানে হল অসুখ ও অসুস্থতা সমার্থক শব্দ। ইংরেজীতে আবার অসুস্থতা বা অসুখকে বলে থাকি disease. What does disease mean? Disease simply means when you are NOT at ease, you have dis-ease. তাই যদি হয়, তাহলে পৃথিবীতে কে সুস্থ আর কে অসুস্থ? আপনি কি সুখী বা অ-সুখী?

সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর সকল মানুষকে গভীর ভালবাসায় নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যখন ঈশ্বরের এবং পরস্পরের ভালবাসায় জীবন যাপন ক'রে তখন সে সুখী হয় এবং সুখে থাকে। "প্রীতিভাজনেরা, এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যারা ভালবাসে, তারা সবাই ঈশ্বরের সন্তান, তারা সবাই ঈশ্বরকে জানে। ভাল যে বাসে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর তো প্রেমস্বরূপ" *(১ যোহন ৪:৭-৮)*। এই কথার প্রকৃত অর্থ কি? এর মানে হল প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তান সকলকেই ভালবাসে। কেউ যখন ভালবাসে না তখন সে নিজেই ভালবাসা বা প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। আর এই বিচ্ছিন্নতা হল অ-সুখের বা অসুস্থতার প্রধান একটি কারণ। জীবনে সুস্থ বা সুখী থাকার জন্য অসুস্থতা বা অ-সুখের ব্যাকরণ নিয়ে কিছু পড়াশুনা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানজ্ঞান সকলেরই প্রয়োজন রয়েছে।

মানুষ হল সৃষ্টির সেরা জীব। তাই মানুষের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে চেতনা বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানুষ = মান + হুশ অর্থাৎ মানুষ অর্থ হল মান-সম্মান, শ্রদ্ধা, মর্যাদা নিয়ে জীবন যাপন করার হুশ বা জ্ঞান ও চেতনা থাকা এবং অন্য মানুষকে মান-সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দান করা। জগতে মানুষ কেমন আছে? আমি ও আপনি কেমন আছি? পবিত্র বাইবেল বলে, আদিতে ঈশ্বর মানুষকে নর নারী ক'রে সৃষ্টি করলেন। নর-নারী যেন পরস্পরকে সম্মান শ্রদ্ধা করি। পরস্পরকে মর্যাদা দান করি। সম্মান মানে হল সম+মান অর্থাৎ নর-নারীর সমান সমান

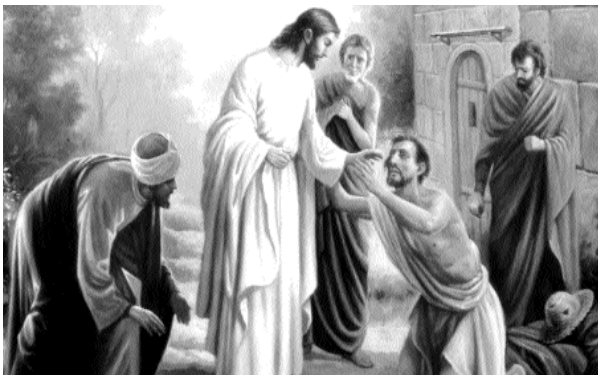

মান-সম্মান, এ কথা যখন অন্তরে রাখি, তখন সুখ-শান্তিতে জীবন-যাপন করি। যখন নরনারী পরস্পরকে ছোট করি, অপমান ও অশ্রদ্ধা করি, তখনই সৃষ্টি হয় অশান্তি আর শুরু হয় মারামারি; আর দেখা দেয় পরিবারে, সমাজে নানাস্থানে বাড়াবাড়ি, কাড়াকাড়ি। এই মনোভাবে জীবন যাপন করলে আমরা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করি, আর মিলন ও শান্তির অভাবে অনেকেই অ-সুখী ও অসুস্থ হয়ে পড়ি। নরনারীর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর প্রতিদিনের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-শক্তি মানব জীবনকে সুন্দর করে, পূণ্য করে আর ধন্য করে। ধন্য জীবন মানে সুখী জীবন এটা তো যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণীরই কথা। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা যখন অষ্টকল্যাণ বাণীকে পাথেয় করে জীবন যাপন করতে চেষ্টা করি, তখন আমরা ঈশ্বরের পথে এগিয়ে চলি, ঈশ্বরের আলো ও জীবন আমাদেরকে আলোকিত ও সুখী মানুষ ক'রে তোলে।

মানুষ কে? দেহ-মন-আত্মা এই তিনে মানব সত্ত্বা অর্থাৎ মানুষ হল দেহ+মন+আত্মা নিয়ে গঠিত। কোন মানুষ যখন কেবলমাত্র দেহের জন্য চিন্তা করে, কেবলমাত্র দেহের যত্ন করে, তখন সে জীবনকে ভারসাম্যহীন (Imbalance and imbalanced life is a sign of unhappiness which causes sickness in human life) করে ফেলে। মানুষকে দেহ-মন-আত্মা এই তিনদিকেই মনোযোগ দিতে হবে, যত্ন নিতে হবে। যারা কেবলমাত্র দেহের যত্নে বেহুশ তারা দিনে দিনে হয়ে ওঠে অ-মানুষ। তাদের দেহে প্রাণ থাকে বলে তারা প্রাণী (animal) হিসাবে জীবন কাটায়; কিন্তু মানুষ হিসাবে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে জীবন যাপন করতে ব্যর্থ হয়। আপনার অবস্থা কেমন? যিশু বলেন, "সারা জগৎকে লাভ ক'রে কেউ যদি নিজের আত্মাকে হারিয়ে ফেলে তাতে তার কী লাভ হল? *(মথি ১৬:২৬)*। আমাদের জীবনে কী দেহ-মন-আত্মার ভারসাম্য রেখে জীবন যাপন করছি? একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই পৃথিবীতে সকল মানুষই কোন না কোনভাবে অসুস্থ থাকে। কেউ হয়তো দৈহিকভাবে, কেউ বা মানসিকভাবে আবার কেউ বা আত্মিকভাবে। আবার কেউ দৈহিক ও মানসিক, কেউ বা মানসিক ও আত্মিকভাবে অসুস্থ রয়েছে। নিজের জীবনকে বিশ্লেষণ করা ও মূল্যায়ন করার মাধ্যমে আমরা তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারি এবং জীবনে সুস্থ ও সুখী থাকতে পারি।

আমরা সকলেই সুস্থ থাকতে চাই, নিরাময়তা কামনা করি এবং সুখী মানুষ হতে ইচ্ছা করি। তাই এ বছরের বিশ্ব রোগী দিবসের মূলভাব নিয়ে একটু চিন্তা ও ধ্যান করি। যিশু বলেন, "তোমরা শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো ঃ আমি তোমাদের আরাম দেব" *(মথি ১১:২৮)*। আমরা কতজন কতভাবে 'বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বোঝার ভারে আক্রান্ত হয়ে ভারাক্রান্ত রয়েছি বা ভারাক্রান্ত থাকি'। জগৎ সংসারে কতরকম ভারে, অহংকারের ভারে, হিংসার ভারে, স্বার্থপরতার ভারে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভারে, দুর্নীতির ভারে, জাগতিকতার ভারে, ভোগবাদের ভারে, মন্দতার ভারে, পাপের ভারে... মানুষ আক্রান্ত। এ রকম কোন না কোন-কিছুর ভারে আক্রান্ত ব্যক্তিই ভারাক্রান্ত। তাই যিশুর আহ্বান ও আমন্ত্রণ সকলেরই জন্যে- "তোমরা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দেব।" মহান চিকিৎসক আমাদের সকলকেই সুস্থতা বা নিরাময়তা দান করবেন, শান্তি দেবেন। আপনি কী যাবেন, যিশুর কাছে? কোন পথে যাবিরে মানব? যিশুর কাছে জীবন আছে॥ ❑

ভালোবাসা ও যত্নের ছোঁয়ায় সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

'A thing of beauty is joy forever'. কবি কিটস্ অনেক বছর আগে লিখে গেছেন কিন্তু যুগ যুগ ধরে কোন সুন্দর জিনিস দেখে আমরা তার সৌন্দর্য হৃদয়ে অনুধাবন করি। মনে আনন্দ অনুভব করি। সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের একটি অন্যতম হাসপাতাল। 'হলি ফ্যামিলী' হাসপাতাল হাত ছাড়া হওয়ার পর ঢাকার আর্চবিশপ মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি এর উদ্যোগে এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহযোগিতায় সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল বিগত ১১ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে তার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে।

উদ্বোধনীর দিন আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রথমে মনে হয়েছে কেমন হবে এই হাসপাতালের সেবার মান! কিন্তু বিগত ৬ ডিসেম্বর আমি উচ্চ রক্তচাপের কারণে ভর্তি হই এই হাসপাতালে। আমিই প্রথম ফাদার যিনি এই হাসপাতালে ভর্তি হই এবং সেবা গ্রহণ করি। আমার অনুভূতিতে এই হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক ফাদার কমল কোড়াইয়াসহ সকল সিস্টার, ডাক্তার, নার্স, ব্রাদার ও স্টাফদের আন্তরিক ভালবাসাময় সেবা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাদের ভালোবাসাময় সেবা ও আন্তরিক ব্যবহারে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। আমার অনুভূতিতে সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল 'ভালবাসাময় সেবা' ও 'যত্নে' বাংলাদেশের অন্যতম ভাল একটি হাসপাতাল। ঈশ্বর আমাদের চোখ দিয়েছেন এই সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখার জন্য, হাত দিয়েছেন সুন্দরভাবে কাজ করার জন্য, পা দিয়েছেন ভালো পথে চলতে আর হৃদয় দিয়েছেন অন্যকে ভালবাসতে। সেই ভালবাসায় দীক্ষিত হয়ে এখানকার ফাদার, ব্রাদার, ডাক্তার, সিস্টার ও স্টাফগণ তাদের সেবা দিয়ে থাকেন।

যিশু পথে-ঘাটে, গ্রামে ঘুরে ঘুরে মঙ্গলবাণী প্রচার করতেন, মানুষের রোগ তিনি সারিয়ে তুলতেন। এই হাসপাতালের পরিচালনায় যারা জড়িত তারা এই হাসপাতালটাকে অন্যান্য হাসপাতাল থেকে আলাদা সেবার মান, সুযোগ- সুবিধা দানের চেষ্টা করেন, মানুষ যেন হয়রানি না হয়। গরীব-দুঃখীরা যেন সেবা পায় এই লক্ষ্য নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে সেবা কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি আমার জীবনের এতো ভালো সেবা ও আন্তরিক ব্যবহার অন্য কোন হাসপাতালে পাইনি। এই হাসপাতালে যেসব রোগি আসেন তারা সবাই তাদের সকলের ভালোবাসাময় সেবা ও যত্ন তাদের সবার জীবনে অনুভব করেন। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এই হাসপাতাল শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল হিসেবে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে অবতরণ করুক। আমি এই হাসপাতালের প্রশাসন, সকল বিশপ, বিশেষভাবে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ফাদার কমল কোড়াইয়াসহ সকল ডাক্তার, সিস্টার, ব্রাদার, নার্স ও স্টাফদেরকে এতো সুন্দর উদ্যোগ, সেবাদানে, পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকারের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, এই হাসপাতাল থেকে আপনারাও সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট হবেন॥ ❑

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমার অন্তিম যাত্রার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমাদের হৃদয় হতে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলী।

তুমি ছিলে, তুমি আছ, ছবি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মন্দিরে অন্তকাল।

প্রয়াত মার্সেলা রোজারিও
জন্ম : ১৪-১-১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১১-২-২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

স্বামী : যোসেফ রোজারিও
বড় ছেলে ও বৌ : পলাশ রোজারিও- রনা গমেজ
ছোট ছেলে ও বৌ : পঙ্কজ রোজারিও - জ্যাকলিন রোজারিও
মেয়ে ও জামাতা : প্রমিলা রোজারিও - সুমন পালমা
নাতি ও নাতনী : অর্কিট, অর্ঘ্য, অর্ণব, আর্দ্র, প্রাচুর্য্য ও সৌতি।

করোনা ভাইরাস

স্বপন রোজারিও

বিশ্বে এসেছে করোনা ভাইরাস ভাই,
এতে জনগণের আতংকের কিছু নাই।
কিছু দুর্যোগ কখনো মানুষের জীবন,
ভেঙ্গে করে দেয় একেবারে খান-খান।
এ দুর্যোগে দেশ-জাতি হয় দিশেহারা,
চারিদিকে যেন মৃত্যু করে শুধু তাড়া।
ভীষণ আতংকে থাকে বিশ্বের জনগণ,
কখন যেন এ ভাইরাস করে আক্রমণ।
এ ভাইরাস বেশি আক্রমণ করেছে চীনে,
এখন সারা বিশ্বে তা ছড়াচ্ছে দিনে দিনে।
তবে সবাইকে বলি, এ ভাইরাসের ভয়,
সবে মিলে এক হয়ে করতে হবে জয়।

ভালোবাসা মানে অপেক্ষা

নোয়েল গমেজ

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে, লেখার শুরুতে হাবিব ওয়াহিদ এর গানটি মনে পড়লো-

ভালোবাসবো বাসবোরে,
বন্ধু তোমায় যতনে..... ।

জীবন পথে চলতে চলতে সব মানুষই একজন সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভব করে। এমন এক সঙ্গী যার সঙ্গে শেয়ার করা যায় জীবনের সব অনুভূতি। সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই মানুষ প্রেমে পড়ে। এই প্রয়োজনীয়তা, অনুভব প্রকৃতি প্রদত্ত, সহজাত এবং চিরন্তন। আবার এলো ভালোবাসার মাস ফাল্গুন। ভালোবাসা বহি:প্রকাশের নির্ধারিত কোন দিন নেই। তবে ভালোবাসার এ মাসে বিশেষ একটি দিনকে একটু ঘটা করে আলাদাভাবে পালন করার মাঝে আছে আনন্দ। ঠিক পুরনো ভালোবাসাকে নতুন দিনের জমকালো মোড়কে মুড়িয়ে নেয়া। অনেক দিনের ভালোবাসার সম্পর্ককে একটু শান দিয়ে নেয়া। আর কেনই বা প্রয়োজন নেই এ ভালোবাসার দিনটিকে একটু আলাদাভাবে নিজের মাঝে তুলে ধরার। ভালোবাসা হলো খুব যতনে, আবার বিশেষ আবদারেরও বটে। কখনও দেখা দেয় ভুল বোঝাবুঝি আর দ্বন্দ্বের। তাইতো নিজেদের ভালোবাসাকে আবারও লাল আভায় রাঙাতে চলে আসে ভ্যালেন্টাইনস্। বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। প্রতি বছর ১৪ ফেব্রুয়ারি পালন করা হয়, বিশ্বব্যাপী এ ভালোবাসা দিবস। তবে এ ভালোবাসা দিবসের পেছনে আছে অনেক ইতিহাস। মূলতঃ ভালোবাসার এ শুরুর গল্প এসেছে ইতালির রোম নগরীর পথ ধরে। কথিত আছে ২৬৯ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামে একজন রোমান পুরোহিত ও চিকিৎসক ছিলেন। ধর্মপ্রচারে অভিযোগে তৎকালীন রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস তাকে বন্দি করেন। কারণ তখন রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার নিষিদ্ধ ছিল। বন্দি অবস্থায় তিনি জনৈক কারারক্ষীর দৃষ্টিহীন মেয়েকে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলেন। এতে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই দিন ১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মৃত্যুর আগে একটি চিঠি লিখে যান। তাতে লেখা ছিল "লাভ ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন।" অতঃপর ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ সেন্ট জেলাসিউও ১ম জুলিয়াস ভ্যালেন্টাইনস্ স্মরণে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন্ দিবস ঘোষণা করেন। তারই ধারাবাহিকতায় সারা বিশ্বে ভালোবাস দিবস পালিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও ভালোবাসা দিবস মহাসমারোহে ও জাঁকজমকভাবে পালিত হচ্ছে। সেই কাহিনী অনুসারে সেদিন থেকে যুবক-যুবতীদের মধ্যে ভালোবাসার বাণী পাঠানোর রীতি চালু হয়। সেই সঙ্গে ভালোবাসাকে কখনও লাল গোলাপ কিংবা কার্ডে ভালোবাসার কথা লিখে হাজারও তরুণ-তরুণী প্রকাশ করে আসছে, এ ভ্যালেন্টাইন ডে-তে। ভালোবাসা মানে অপেক্ষা আর প্রিয়জনকে কাছে পাওয়া। ভালোবাসা মানে মনের ভেতরে কখনও শূন্যতা, কখনও ভরপুর আনন্দ, কখনও ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রিয়ার মুখ দর্শন, কখনও প্রিয়ার হাসিমুখ বা অভিমানী মুখ। ভালোবাসা মানে কখনও প্রিয়ার জল দেখে উদাসী হয়ে যাওয়া। ভালোবাসা মানে কখনও প্রিয়ার জন্য হলগেটে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার প্রহর গোনা। প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রেম সবচেয়ে পুরনো এক অনুভূতি। আর এই অনুভূতিকে প্রকাশ করতে গিয়েই যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরা রচনা করেছেন কত মহাকাব্য। তারা বিভিন্নভাবে প্রেমকে ব্যাখ্যা করেছেন। অতীতে এমন সময় ছিল যখন ভালোবাসা ছিল দূরত্বের ফ্রেমে অটুট। এখনকার প্রাত্যহিক জীবনে ভালোবাসা হয়ে উঠেছে রোমান্সের পথচলার দাবিদার। ভালোবাসলে অন্ধকারেও আলোর পথ দেখা যায়, উত্তাল সাগরও পাড়ি দেয়া যায় অনায়াসে। ভালোবেসে দুঃখের মধ্যেও সুখের অনুভূতি পাওয়া যায়। এই ভুবনে মানব মানবীর প্রেম যেন এক মায়াবী খেলা। এখানে তাদের প্রেম যেন চিরন্তন। এই চিরন্তন প্রেমের অমোঘ আহ্বানে সাড়া দিয়েই দুটি হৃদয় পরস্পরের কাছে আসে। তারা বিনা সুতোয় মালা গাঁথে। ভালোবাসা দেখা যায় না। কিন্তু তার জন্য সবাই কত ব্যাকুল থাকে। ভালোবাসা দিবস কেবল গিফটেই আটকে থাকে না। কখনও কখনও দূরে নির্জনে দু'জন দু'জনের সঙ্গে ব্যস্ততার আড়ালে সময় কাটিয়ে পালন করা হয়, এ ভালোবাসা দিবসটিতে। কখনও আবার ক্যান্ডেল লাইটের মৃদু আলো ভালোবাসার আলোকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। কিছু কিছু ভালোবাসার মানুষ আবার তার প্রিয় মানুষটিকে চমকে দেন নতুনভাবে। হাতে আংটি পরিয়ে তাকে প্রপোজ করে, ভালোবাসার এ সময়টিকে ফ্রেমে বন্দি করে রাখেন। কেউ আবার হার্ট শেপের পেন্ডেন্ট (PENDENT) পরিয়ে দেন প্রেয়সীর গলায়। যাতে খোদাই করে লেখা থাকে দু'জনার নাম কিংবা কোন মিষ্টি মুহূর্তের ছবি। তবে এসব এর বাইরে আছে মগ, চকোলেট, লাল গোলাপের তোড়া, টেডিবিয়ার, কার্ডসহ প্রিয় মানুষের পছন্দের নানা উপহার। দু'জনে একসংগে ছবি তোলে ফটোফ্রেমে বাঁধিয়েও ভালোবাসাকে প্রকাশ করা যায়। ফাল্গুন এলে প্রকৃতিতে ভালোবাসার গুঞ্জন শুরু হয়। রং-রূপ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। বহুরঙা নিসর্গ ছুঁয়ে যায় মন। ফাল্গুন মানেই ভালোবাসার বর্ণিল রঙছটা। সেই রঙে মনের মধ্যেও ভালোবাসার জোয়ার জাগে। তাছাড়া ভ্যালেন্টাইনস্ ডে এর আরেকটি আকর্ষণ হচ্ছে লাল রঙের যুগল পোশাক। ভালোবাসা দিবস কেবল যুগলদের জন্য নয়, ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে পরিবারের সব বয়সের সব সদস্যের জন্য। যেমন-বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। প্রতিদিন প্রতি প্রহরে প্রাণের মানুষটির জন্য হৃদয়ে কেমন করে ওঠাটাই ভালোবাসার প্রকাশ। প্রিয় মানুষটির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই ভালোবাসার সার্থকতা।

পরিশেষে এবারের ভ্যালেন্টাইনস্ ডে'তে আমাদের সবার অঙ্গীকার হোক, ভালোবাসার জোয়ারে আমরা মনের সব দুঃখ-গ্লানি, কলঙ্ক, পাপ, অভিশাপমুক্ত হবো, স্বার্থপরতা, নীচতা, পাশবিকতা, কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবো, ভালোবাসার মিষ্টি আবেগে জড়িয়ে রাখার চেষ্টা করবো। সব ধরণের সম্পর্ককে, ভালোবাসার ছোঁয়ায় জীবনের সৌন্দর্যকে আরোও উজ্জ্বল প্রাণবন্ত অর্থবহ করে তুলবো। এর মাধ্যমেই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে সবার কাছে।

তাই আসুন ভালোবাসার এই দিনে, প্রিয়জনের জন্য অপেক্ষা, কাছে পাওয়া কিছুটা সময় কাটানো মুহূর্তগুলো হোক আনন্দময়, এই প্রত্যাশা করি॥ ❑

একজন শিশু এনিমেটর হিসাবে আমার সেবা কাজগুলি

ফাদার আগষ্টিন প্রলয় ডি'ক্রুশ

শিশু এনিমেটর হলেন একটা সেচ্ছা সেবক/সেবিকা। যারা কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়া খ্রিস্টমণ্ডলীতে শিশুদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক, ধর্মীয় জ্ঞানে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। একজন এনিমেটর উদারভাবে মণ্ডলীতে তার এই সেবা দায়িত্ব পালন করেন। একজন এনিমেটর হলেন তিনি, যিনি এনিমেশন দেন বা করেন। এনিমেটর একটি ইংরেজী শব্দ যা বাংলায় করলে হবে- উদ্দীপনা, প্রাণবন্ত, জীবন্ত বা এই ধরণের কিছু বাংলা শব্দ যার অর্থ হল অন্যকে গতি দান করা, অন্যকে চলতে সাহায্য করা বা চলার জন্য উৎসাহিত করা। আবার একইভাবে এনিমেশন শব্দটির অর্থ হল উদ্দীপিত করা, জীবন্ত করা, প্রাণবন্ত করা। আমাদের শিশুদের মধ্যে প্রাণ আছে, আছে প্রাণ চঞ্চলতা, প্রাণবন্ততা। কিন্তু তাদের এই চঞ্চলতা, দূরন্তগতি সঠিক কাজে লাগানোর বুদ্ধি বিবেচনা তাদের যথেষ্ঠ নেই। তাই তাদের চলার গতিকে সঠিক পথে প্রবাহিত করার জন্য একজন গাইড বা নিদের্শক প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা মিটানোই শিশু এনিমেটরদের দায়িত্ব। শিশু এনিমেটরগণ এই কাজগুলি স্বপ্রণোদিত হয়ে করেন। যিশু যেমন অনেকবার কোন নিমন্ত্রণ ছাড়াই মানুষের বাড়িতে গিয়েছেন- মার্থা মেরীর বাড়িতে, জাখারিয়ার বাড়িতে। তিনি তাদের কিছু ভুল সংশোধন করেছেন আবার সঠিক কাজের অনুপ্রেরণা ও গতি দিয়েছেন। তদ্রূপ শিশু এনিমেটরদের অনেক বার স্বপ্রণদিত হয়ে কাজ করতে হয়। কেউ বলবার আশা না করেই এগিয়ে যেতে হয়। আর আমাদের মণ্ডলীতে এনিমেটরগণ এ সেবা দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করে যাচ্ছেন।

তথাপি এই কাজগুলি করার পরও অনেক এনিমেটর জানেন না তাদের আসলে কি করতে হবে। তারা অনেক বার জিজ্ঞেস করে আমার দায়িত্ব কি? এনিমেটর হিসাবে আমি কি করব? তাদের জন্য বলি আপনারা শিশুদের নিয়ে যা করেন, তাই আপনার কাজ আপনার দায়িত্ব, আপনার কাজ। একজন শিশু এনিমেটর হিসাবে ধর্মপল্লীতে বা গ্রামে আমরা যে সকল কাজগুলি করতে পারি এখানে তার কিছু নমুনা দেওয়া হল।

ধর্মপল্লীর সাথে যুক্ত থাকা ও রাখা: একজন শিশু এনিমেটরের দায়িত্ব ধর্মপল্লীর সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করা। তিনি নিজে ধর্মপল্লীর সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং শিশুদের যুক্ত রাখবেন। ধর্মপল্লীতে মিটিং-এ যোগ দেবেন। তিনি জেনে নিবেন শিশুদের জন্য ধর্মপল্লীর কি পরিকল্পনা আছে সেই পরিকল্পনা মত তিনি ধর্মপল্লীর সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করবেন।

সাপ্তাহিক মিটিং ও প্রার্থনা: গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট ছোট দলে এনিমেটরগণ শিশুদের নিয়ে প্রতি সপ্তাহে বসবেন। তাদের নিয়ে প্রার্থনা করবেন। তাদের শিক্ষা দিবেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হয় এবং নিজেদের মধ্যে প্রার্থনা পরিচালনা করতে হয়। গ্রামে কোন শিশু অসুস্থ থাকলে এই শিশুমঙ্গল দল নিয়ে তাকে দেখতে যাওয়া, প্রার্থনা করা। শুধু শিশু নয়, গ্রামে যে কোন অসুস্থ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে প্রার্থনা করা তার সঙ্গে কুশল বিনিময় করা শিশুদের ছোট ছোট সেবা দায়িত্ব এবং এনিমেটরগণ এই সেবাকাজে তাদের উদ্বুদ্ধ করবেন। একই সঙ্গে এই দল নিয়ে মিটিং করবেন তাদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিবেন।

বাইবেল কুইজে (শান্তির দূত পত্রিকার জন্য) অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দেওয়া: শিশুদের প্রতিভা বিকাশের জন্য এবং বাইবেল সমন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য শিশু মঙ্গল সংস্থার ত্রৈমাসিক পত্রিকা "শান্তির দূত" প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় বিভিন্ন স্থানের শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান বা সেমিনার, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সংবাদ থাকে, থাকে শিশুদের উপযোগি নানা প্রবন্ধ, গল্প এবং শিশুদের নিজেদের লেখা নানা কবিতা, গল্প, ধাঁধা, তাদের আঁকা ছবি, কার্টুন প্রভৃতি। এই পত্রিকায় আরো আকর্ষণীয় বিষয় থাকে তা হল তাদের জন্য বাইবেল কুইজ। যারা এই বাইবেল কুইজে অংশগ্রহণ করে এবং সঠিক উত্তর লিখে পাঠায় তাদের নাম পত্রিকায় ছাপা হয় এবং যারা বছরের সবগুলি কুইজে সঠিক উত্তর দিতে পারে তাদের প্রত্যেককে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। এই কুইজে অংশ গ্রহণ করা খুবই সহজ। বাইবেলের একটি নিদিষ্ট অধ্যায় দেয়া থাকে এবং কিছু প্রশ্ন দেয়া থাকে। যার উত্তরগুলি উক্ত অধ্যায়টি ভাল করে পড়লেই পাওয়া যায়। শিশুরা যেন এই কুইজে অংশগ্রহণ করে তা একজন শিশু এনিমেটরের দেখার দায়িত্ব। তিনি তাদের বুঝিয়ে দিবেন কিভাবে লিখতে এবং প্রয়োজনে উত্তরগুলি যথাস্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। যখন পত্রিকায় তাদের নাম ছাপা হবে তিনি তাদের অভিনন্দন জানাবেন। একইভাবে পত্রিকার অন্যান্য বিষয়গুলিতেও যেন তারা অংশগ্রহণ করতে পারে সেই দিকটা দেখবেন, উৎসাহ যোগাবেন।

ধর্মপল্লীর কাজে শিশুদের সম্পৃক্ত করা: বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ধর্মপল্লীতে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণের জোড়ালো আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই আহ্বানে যেন শিশুরাও সাড়া দিতে পারে। ধর্মপল্লীতে তারা যেন দায়িত্বশীল শিশু হয়। শিশুরা যেন ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় এনিমেটরগণ তা দেখবেন। তারা শিশুদের ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কাজে সম্পৃক্ত করবেন। যেমন- গির্জা ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ, বিভিন্ন উপাসনায়; ধর্মপল্লীর পর্ব, অভিষেক অনুষ্ঠান, খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা প্রভৃতিতে আরতি দান, ফুল ছিটানো, ভক্তিমূলক নৃত্য প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ, খ্রিস্টযাগে উৎসর্গ সামগ্রী বহন এবং ধর্মপল্লীর প্রয়োজনে আরো নানা শিশুদের উপযোগী কাজে দায়িত্ব দেওয়া এবং তাদের নিয়ে এই কাজগুলি করা। এতে শিশুমঙ্গল সংস্থার গতি স্থানীয়ভাবে জোড়ালো হবে। ধর্মপল্লীও উপকৃত হবে এবং শিশু এনিমেটরগণও তাদের কাজে ফল দেখতে পাবেন।

আহ্বান জীবনে প্রবেশ করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া: কচি-কাঁচা শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় আহ্বানের বীজ বপন করাও শিশু এনিমেটরদের একটা বড় দায়িত্ব। ছোট এই শিশুদের মধ্য থেকেই আসবে ভবিষ্যৎ মণ্ডলীর কর্ণধার, তাই তাদের সেইভাবে গড়ে তোলা উৎসাহিত করা যেতে পারে। রবিবার ও প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে সেবক/সেবিকা হতে তাদের অনুপ্রেরণা দেওয়া। ধর্মপল্লীর সেবক দলে যেন তারা যোগ দেয় সেই দিকে নজর দেওয়া এবং অনুপ্রাণিত করা। ধর্মীয় আহবান জীবনের প্রতি ইতিবাচক ধারণা দেওয়া। যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের

জীবন যে ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত তা বলা। ধর্মীয় আহ্বান জীবনের আন্দময় ও ত্যাগের বিষয় ধারণা দেওয়া। মণ্ডলী ও মণ্ডলী পরিচালনার ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে ইতিবাচব মনোভাব গড়ে তোলা, যেন তারা এই কাজে এগিয়ে আসার আগ্রহী হয়।

নৈতিক জীবন গড়ে তোলতে সহায়তা করা: শিশুরা যেন আধ্যাত্মিক, মানসিক ও নৈতিকভাবে বৃদ্ধি পায় সেই দিকটা একজন শিশু এনিমেটর হিসাবে গুরত্বের সঙ্গে দেখা দরকার। তারা যেন বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। সম্মানীত ব্যক্তি যথা- পিতা-মাতা, গ্রামের বয়োঃজ্যেষ্ঠ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এনিমেটরদের সম্মান করতে শিখে। যাকে যেভাবে সম্মোধন করা দরকার যথা ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারদের যিশু প্রণাম বলা, শিক্ষক শিক্ষিকাদের নমস্কার দেয়া এবং শ্রদ্ধাপূর্ণ আদব কায়দাগুলি রপ্ত করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। সমবয়সীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক, বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ এবং তাদের চেয়ে ছোটদের স্নেহ করে এবং তারও যেন ছোটদের এনিমেটর হয়ে ওঠে সে দিকেটাও দেখা। বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের জীবনী পাঠ করা, গল্পের আকারে বলা, যেন তারা তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা: বার্ষিক শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা এবং তার যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া। দিনটি যেন সুন্দরভাবে উদ্‌যাপিত হতে পারে তার জন্য ধর্মপল্লীর যাজকের সাথে আলোচনা করে পূর্ণদিবস/অর্ধদিবস এর একটি অনুষ্ঠান সূচী করা। খ্রিস্টযাগের কাঠামো প্রস্তুত করা এবং সব কিছুতে (গান, পাঠ, দান সংগ্রহ, উদ্দেশ্য প্রার্থনা) শিশুদের অংশগ্রহ নিশ্চিত করা। তারা যেন এগুলি ভালভাবে করতে পারে, তার জন্য তাদের প্রস্তুত করা। শিশুমঙ্গল দিবসে যদি র‍্যালী, বাইবেল কুইজ, বিচিত্রানুষ্ঠান থাকে তাহলে তাদের প্রস্তুত করা। বছরব্যাপী অন্যান্য যে কোন শিশুদের অনুষ্ঠানে শিশুদের প্রস্তুত করা। ধর্মপল্লী শিশুদের জন্য যে কর্মসুচী গ্রহণ করে তা সাফল্যমণ্ডিত করতে যে কোন সাহায্য/সহায়তার জন্য নিজেরা প্রস্তুত থাকা ও শিশুদের প্রস্তুত রাখা শিশু এনিমেটরদের কাজ।

শিশুমঙ্গল তহবিল গঠন: শিশুদের স্বেচ্ছাদানে শিশু মঙ্গল তহবিল গঠন করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান করতে উৎসাহিত করা। তাদের ত্যাগের দান যেন ভাল কাজে ব্যবহার হয় তা শিক্ষা দেয়া। তাদের শিক্ষা দেয়া যে পৃথিবীতে তাদের মত অনেক শিশু আছে যাদের ত্যাগের দানে তাদেরই মত অভাবী অনেক শিশু উপকৃত হচ্ছে। তাই তাদের দান করা কর্তব্য। শিশুদের এই দান তহবিলের অর্থ কিভাবে কোথায় খরচ করা হবে তা ধর্মপল্লীর ফাদারেদের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে হবে।

গ্রামে ছোট ছোট অনুষ্ঠান করা: সব সময় সারাদিনব্যাপী, বৃহৎ পরিসরে, সবাইকে নিয়ে নানা অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ ও নানা রকম অসুবিধা থাকে। তাই গ্রামের মধ্যে ছোট ছোট দলে কোন কোন সময় বছরে একবার বা দুইবার শিশুদের জন্য কিছু অনুষ্ঠান করা যায়, যেমন- বাইবেল কুইজ, অভিনয়. চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, শিশু সমাবেশ প্রভৃতি। শিশুরা যেন শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠানাদি করে আনন্দ ও শিক্ষা দুই পায় তা দেখা। এতে করে গ্রামে বা পাড়ায় শিশুমঙ্গল আরো বেগবান হবে।

উপস্থিতি খাতা: শিশুদের কার্যক্রম যেন নিয়মিত ও গতিশীল থাকে তার জন্য একটি শিশু এবং সঙ্গে সঙ্গে এনিমেটর উপস্থিতি একটা খাতা প্রস্তুত করলে ভাল হয়। তাতে শিশু ও এনিমেটরদের উপস্থিতি থাকবে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকলে এগুলির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। এমনও হতে পারে যে, যেসকল সদস্যগণ প্রার্থনা ও মিটিং-এ নিয়মিত বা সর্বাধিক উপস্থিত তাদের পুরস্কৃত করা যেন অন্যেরাও উৎসাহিত হয়।

উপরে উল্লেখিত এই সেবাকাজগুলি প্রায় সকল শিশু এনিমেটরগণই করে থাকেন। হয়তো তারা এই ভাবে চিন্তা করে ধারাবাহিকভাবে তা করেন না। তবে তারা তা করেন। এই রকম শিশুদের গড়ে তোলার জন্য ছোট ছোট পদক্ষেপগুলিই শিশু এনিমেটরদের কাজ। সংসারের নানা ঝামেলার মধ্যেও যারা এই কাজগুলি করেন। তারা অনেক আনন্দ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। আমাদের শিশুদের গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেকের তাই নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও অনেক শিশু এনিমেটরগণ কাজ করবেন এমন প্রত্যাশা করি॥ ❑

প্রবেশ করো

সুমি কস্তা

আমি তোমাতে প্রবেশ
করতে চেয়েছিলাম
কিন্তু তুমি আমাকে চিনতে
পারো নি, তবুও আমি তোমাকে ছাড়িনি,
শক্ত শিকল দিয়ে বেঁধেছিলাম তোমায় ।
“ওগো, মোর সন্তান”
যতবার তুমি শিকল ছিড়বে, ততবার আমি তোমাকে
আলিঙ্গন করে রাখবো মোর অন্তর গহ্বরে,
তোলে নিয়ে আসবো আমার কোলের শূন্যস্থানে,
যেন তুমি এসে আমার
শূন্যতাকে সম্পূর্ণভাবে
পুণ্যতায় জন্ম দিতে পারো ।
আর এটাই হবে আমার
জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া ।
তখন থাকবে না চোখে অশ্রু
ফিরে আসবে তোমার কাছে
ভালোবাসার বিন্দু বিন্দু জল নিয়ে ।।

নয়নমণি

পিটার রোজারিও

সদাপ্রভুর অনুগ্রহে এসেছ তুমি বাবা-মার ঘরে
বংশের মুখ করেছ উজ্জ্বল প্রভুর সেবা করে।

শিশু-কৈশোর পার করেছ বাড়ির সবার মাঝে
কত আদর-ভালবাসা পেয়েছ তুমি সকলের কাছে।

ছোটবেলায় ছিলে তুমি বাড়ির সকলের নয়নমণি
ছোট-ছোট ভাল কাজে অর্জন করেছ অনেক পূণ্যি।

যৌবনকাল পার করেছ অনেক ত্যাগস্বীকার করে
কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা রেখেছ অনেক দূরে।

‘এসএমআরএ’ নিয়েছ বেছে করবে প্রভুর সেবা
পারেনি তোমায় রাখতে ধরে এ সংসারের মায়া।

সকলের মন করেছ জয় তোমার মধুর ব্যবহারে
নিয়ম নীতি করেছ পালন অনেক ধৈর্য ধরে।

মিষ্টি তোমার মুখের হাসি, মিষ্টি মুখের ভাষা
তাইতো মোরা জানাই তোমায় শত ভালবাসা।

পঁচিশ বছর করেছ সেবা, প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে
কত লোকের করেছ উপকার দিবাতে ও রাতে।

সততা, বিশ্বস্ততা ও ধৈর্যশক্তি কর হে অর্জন
যা কিছু ক্ষতিকর, যা কিছু মন্দ কর তা বর্জন।

ভাল থাকো, সুস্থ থাকো, এ কামনা করি
বিশ্বাসে অটল থাকো, এ আশীর্বাদ করি।

প্রকৃত ভালবাসা : পরস্পরের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া

বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

প্রেমময় ঈশ্বরের ভালবাসায় সৃষ্ট মানুষ এ পৃথিবীতে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি পেতে চায় তাহলো ভালবাসা; আবার যে জিনিসটি

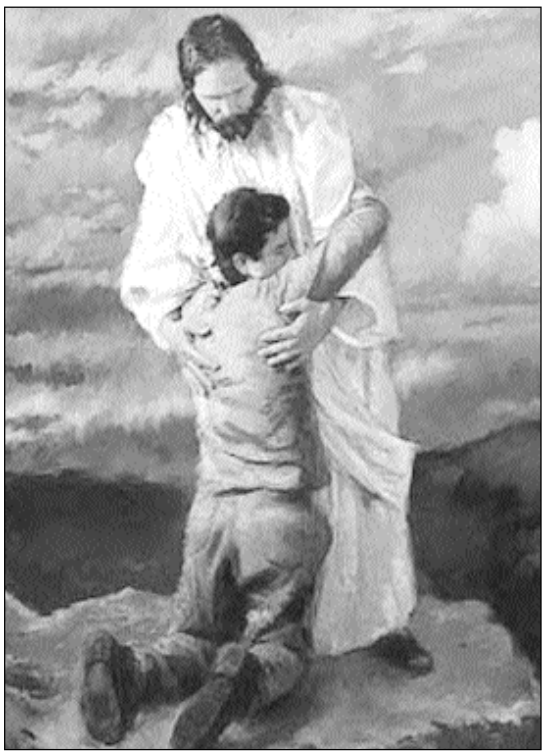

সবচেয়ে বেশি দিতে চায় তাও হলো ভালবাসা। তাই বলা হয়ে থাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট এ পৃথিবীতে যদি কোন শক্তি থেকে থাকে তাহলে সেটা হলো ভালবাসা, ভালবাসা এবং ভালবাসা। আসলে ভালবাসা হলো একটি শক্তি, একটি সাহস, একটি অনুপ্রেরণা। কারণ একমাত্র ভালবাসার কাছেই পৃথিবীর সব শক্তি দুর্বল হয়, নিস্তেজ হয়, নিস্ফল হয়, পরাজিত হয়। এমনকি একমাত্র ভালবাসার কাছেই পৃথিবীর সব অসম্ভব সম্ভব হয়, স্বপ্ন বাস্তব হয়, কল্পনা সত্যি হয়- পাথরে ফুল ফোঁটে, সাগরের ঢেউ থামে; এমনকি রাজা সিংহাসন ছাড়ে আরও কত কি! কিন্তু কেন! কারণ জগতের স্রষ্টা ঈশ্বর নিজেই হলেন ভালবাসার উৎস এবং তিনি নিজেই হলেন ভালবাসা। যিনি ভালবাসার মধ্য দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এ জগতে প্রকাশ করেছেন এবং শুধু তাই নয়, এ জগৎকে ভালবেসে, ভালবাসার জন্য এবং ভালবাসার স্পর্শ বা পরশ দিয়ে জগৎ ও জগতের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তাই সাধু যোহন তাঁর প্রথম ধর্মপত্রে আমাদের প্রত্যেককে একান্তভাবে আহ্বান করছেন "এসো, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। যে-কেউ ভালবাসে, সে পরমেশ্বরের সন্তান, সে পরমেশ্বরকে জানে। ভাল যে বাসে না, সে পরমেশ্বরকে জানে না, কারণ পরমেশ্বর যে প্রেমস্বরূপ" *(১ যোহন ৪: ৭-৮)*!

এ বিশ্বে এমন কোনো মানুষকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে; যার হৃদয়ে ভালবাসা দেওয়া-নেওয়ার জন্যে কোনো তৃষ্ণা বা ব্যাকুলতা নেই? মনে করি এমন মানুষ একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না! কারণ প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের ভালবাসায় সৃষ্ট মানুষ সদা পিপাসিত হরিণীর মত সর্বদা ভালবাসা দেওয়া-নেওয়ার জন্যে তৃষিত ও ব্যাকুল। এজন্যে ভালবাসার কথা শুনলে কিংবা ভালবাসার একটুখানি স্পর্শ বা পরশ পেলে মানব হৃদয় আনন্দ ও পুলকে পেখম মেলে নেচে ওঠে; এতে হোক সে শিশু, কিশোর, যুব, প্রবীণ; এমনকি হোক সে অন্ধ, বধির, নুলা, পঙ্গু। আসলে ভালবাসা এমনই একটি ভাষা, সেটা পৃথিবীর সকলেই বোঝে এবং নিতে ও দিতে চায়। অর্থাৎ বলতে পারি, পৃথিবীর একটায় ভাষা, আর সেটা হলো ভালবাসা।

ভালবাসা মানব জীবনে গভীর অনুভূতির একটি বিষয়। যে অনুভূতির কথা খুব সহজে ব্যক্ত করা যায় না বা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্যে বড় বড় কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিল্পী যুগ যুগ ধরে ভালবাসা নিয়ে কবিতা, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, গান রচনা করলেও ভালবাসার মর্মার্থ কোথাও না কোথাও যেন অপূর্ণই থেকে গেছে বা অব্যক্তই থেকে গেছে। তবে সেক্ষেত্রে বলা যায়, একমাত্র মানবের জন্যে ক্রুশের উপরে প্রভু যিশুর প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমেই ভালবাসার মর্মার্থ গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ বলা হয়ে থাকে, ভালবাসার জন্যে কাউকে না কাউকে একটুখানি ত্যাগস্বীকার করতেই হয়, হয় নিজেকে অন্যের মতো করতে হয়, না হয় অন্যকে নিজের মতো করে নিতে হয়। যে কাজটা প্রেমময় ঈশ্বর নিজের একমাত্র পুত্র প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধ্য দিয়ে করেছেন, "আমরা যে পরমেশ্বরকে ভালবেসেছিলাম তা নয়, তিনিই আমাদের ভালবাসলেন আর তাঁর আপন পুত্রকে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি হওয়ার জন্যই পাঠালেন" *(১ যোহন ৪:১০)*।

সে যাই হোক, ভালবাসা নিয়ে কিছু বলতে গেলে, কিছু লিখতে গেলে, কিছু সহভাগিতা করতে গেলে আমার ব্যক্তি জীবনের একটি অভিজ্ঞতার ছবি চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে, যে অভিজ্ঞতা আমাকে যিশু হৃদয়ের ভালবাসার একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। অভিজ্ঞতাটি এ রকম, "একদিন আমার প্রেয়সীকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস? সে বললো, আমার হৃদয়ে যতটুকু ভালবাসা আছে তার সবটুকু দিয়ে তোমাকে ভালবাসি। তার এমনতর আবেগময় ও হৃদয়স্পর্শী কথা শুনে আমি অপলক দৃষ্টিতে তার মুখ-পানে শুধু চেয়েই রইলাম। ভাবলাম বলে কি! একটা মানুষের হৃদয়ে তো অনেক ভালবাসা থাকে। আর সে সবটুকু ভালবাসা শুধুমাত্র আমার জন্যে রেখেছে; আশ্চর্য তো! কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আমার ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভুল প্রমাণিত হলো। একদিন খুব ছোট্ট একটা বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে আমার মত বিরোধ দেখা দেওয়ায় সে পরিষ্কারভাবেই জানিয়ে দিল, তোমাকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমার হৃদয়ে তোমার জন্যে যে পরিমাণ ভালবাসা সঞ্চিত ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে!

কী আর করা! বিচ্ছেদ বেদনা, ভাঙ্গা হৃদয়, মনো-কষ্ট, একগুচ্ছ হতাশা, আশাহীন চাহনী ও অশ্রুভেজা নয়ন নিয়ে যিশুর ক্রুশের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয় বন্ধু যিশু, তুমি আমাকে কতটুকু ভালবাস! কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কোনো উত্তরই পেলাম না। তিনি যেমন ছিলেন নীরব-নিস্তব্ধ,

তেমনিভাবেই দু'হাত প্রসারিত করে আমার দিকে শুধু চেয়েই রইলেন। আর তাঁর এই নীরব চাহনীতেই আমি আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর ঠিকই পেয়ে গেলাম, "বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৫:১৩)*। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠলো যিশু খ্রিস্টের জন্মের অন্তর্নিহিত রহস্য, "তিনি তো স্বরূপে ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সমতুল্যতাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলেন না; বরং নিজেকে তিনি রিক্ত করলেন; দাসের স্বরূপ গ্রহণ ক'রে তিনি মানুষের মতো হয়েই জন্ম নিলেন। আকারে প্রকারে মানুষের মতো হয়ে তিনি নিজেকে আরও নমিত করলেন; চরম আনুগত্য দেখিয়ে তিনি মৃত্যু, এমন কি ক্রুশেই মৃত্যু মেনে নিলেন" *(ফিলিপ্পীয় ২:৬-৮)*। ফলে তাঁকে আর কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম না। কারণ যিনি আমাকে/আমাদের ভালবেসে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি, তাঁকে কিই বা আর জিজ্ঞেস করবো! চ্যাপেল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ভাবলাম, যিশুর এই নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসায় আমার জীবনের একমাত্র পরম সম্বল। কারণ তাঁর হৃদয়ের এ অফুরন্ত ভালবাসা কোনোদিন ও কোনো অবস্থায় নিঃশেষ হবে না বা ফুরিয়ে যাবে না। তাছাড়া সবাই আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বা সরিয়ে নিলেও তিনি অন্তত কোনো দিন এবং কোনো অবস্থায় আমাকে ছেড়ে যাবেন না! বরং তাঁর নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র হৃদয়ের কোনো না কোনো জায়গায় আমাকে ধরে রাখবেনই। ফলে সাধু পলের মত যেন অন্তর গভীরে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি অনুভব করলাম, "খ্রিস্টের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে কে? কোন ক্লেশ বা সঙ্কট, কিংবা নির্যাতন, ক্ষুধা বা বস্ত্রাভাব, কিংবা কোন বিপদ, কোন তলোয়ার কি তা করতে পারবে?..." *(রোমীয় ৮:৩৫)*।

ভালবাসা হচ্ছে একটি আর্ট বা শিল্পকর্ম। এজন্য এটা জীবনভর একটা সাধনা। তাই ভালবাসতে শিখতে হয় এবং সময় ও ধৈর্য নিয়ে ভালবাসার রং-তুলি হাতে জীবন রাঙানোর সাধনা করতে হয়। এক্ষেত্রে কেউ ভালবাসা পেতে পেতে দিতে শেখে, আবার কেউ দিতে দিতে পেয়ে যায়। তবে এই দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটা অনেক সময় এত দীর্ঘদিন ধরে চলে যে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে ফেলে, ফলে সবার কপালে ভালবাসা জোটে না। তাই হয়তো বা বলা হয়ে থাকে, এ পৃথিবীতে সবাই ভালবাসতে পারে না বা সবার দ্বারা ভালবাসা হয় না।

যিশু খ্রিস্ট হলেন ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং আদর্শ। তিনিই ভালবাসার আদর্শ শিক্ষক বা গুরু। একমাত্র তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রকৃত ভালবাসার চর্চা শিখতে পারি। কারণ তিনি ভালবাসার কথা শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করেননি বা শুধুমাত্র শিক্ষা দেননি; বরং তাঁর হৃদয় ছিল সম্পূর্ণভাবেই ভালবাসায় পরিপূর্ণ, "তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো: আমি তোমাদের আরাম দেব!...কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র হৃদয় আমি। দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম, কেন না জোয়াল আমার সুবহ, বোঝাও আমার লঘুভার" *(মথি ১১:২৮-৩০)*। ফলে তাঁর মাত্র তিন বছরের রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই প্রকাশিত হয়েছে ঐশ প্রেমের অমিয়ধারা– নিজের সেবা কাজ সহভাগিতা, "তোমরা আমার সঙ্গে চল! আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে। আর তাঁরা তো তখনই তাদের জাল ফেলে রেখে যিশুর সঙ্গে চললেন" *(মথি ৪:১৯-২০)*; শত্রুকে ভালবাসা– "তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালবাসা, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের উপকার কর; যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তোমরা তাদের শুভ কামনা কর; যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর" *(লুক ৬:২৭-২৮)*; অসুস্থ রোগির প্রতি দয়া– "তা-ই চাই আমি– তুমি সেরেই ওঠ" *(মার্ক ১:৪১)*; মানব সেবা– "মানবপুত্র সেবা পাবার জন্যে আসেনি, এসেছে সেবা করতে" *(মথি ২০:২৮)*; সহৃদয়তা– "মা, ওরা কোথায়? কেউ কি তোমাকে দণ্ডিত করলো না?" সে উত্তর দিল: "না, কেউই করলো না, প্রভু!" যিশু তখন বললেন: "আমিও তোমাকে দণ্ডিত করছি না! এখন যাও, তবে আর কখনো পাপ ক'রো না তুমি" *(যোহন ৮:১০-১১)*; বাধ্যতা– হে পিতা, তুমি যদি চাও, তাহলে এই পান পাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়েই নিয়ে যাও! তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক" *(লুক ২২:৪২)*; নম্রতার আদর্শ– "প্রভু ও গুরু হয়ে আমি যখন তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, তখন তোমাদেরও পরস্পরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিৎ। আমি তো এখন তোমাদের সামনে একটি আদর্শই তুলে ধরলাম; আমি তোমাদের জন্যে যেমনটি করলাম, আমি চাই, তোমরাও ঠিক তেমনটি কর *(যোহন ১৩: ১৪-১৫)*; সমব্যথী– "এই সব লোকদের জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়: এরা আজ তিন দিন ধরে আমার সঙ্গে রয়েছে আর এখন এদের কাছে খাবার মতো কিছুই নেই" *(মথি ১৫:৩২)*; শিশুদের প্রতি স্নেহ– "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিও না! কারণ এই শিশুদের মতো যারা, ঐশরাজ্য যে তাদেরই" *(মার্ক ১০:১৪)*; পাপীর পরিত্রাতা– আমি তো ধার্মিকদের কাছে নয়, বরং পাপীদেরই কাছে অনুতাপের আহ্বান জানাতে এসেছি" *(লুক ৫:৩২)*; আত্মত্যাগী মনোভাব– "কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক" *(মথি ১৬:২৪)*; মহানুভবতা– "না, বারণ ক'রো না! কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তো তোমাদের সপক্ষেই" *(লুক ৯:৫০)*; ঈশ্বরপ্রেম ও ভ্রাতৃপ্রেম– "তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর তোমার সমস্ত মন দিয়ে! আর তোমার প্রতিবেশীকেও তুমি নিজের মতোই ভালবাসবে" *(লুক ১০:২৭)*; উত্তম মেষপালক– "আমি প্রকৃত মেষপালক। প্রকৃত মেষপালক মেষগুলির জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়" *(যোহন ১০:১১)*; জীবন সহভাগিতা– "এবার তিনি হাতে একখানা রুটি নিলেন; তারপর পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই রুটিকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করলেন, তারপর তা শিষ্যদের হাতে দিতে দিতে বললেন, 'এ আমার দেহ তোমাদের জন্য যা সমর্পিত হবে! তোমরা আমার স্মরণে এই অনুষ্ঠান করবে" *(লুক ২২:১৯-২০)*; বিচারে ন্যায্যতা– "আপনাদের মধ্যে যিনি নিষ্পাপ, তিনিই প্রথমে ওকে পাথর ছুঁড়ে মারুন" *(যোহন ৮:৭)*; শান্তি দান– "তোমাদের জন্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি আমারই শান্তি" *(যোহন ১৪:২৭)*; কৃতজ্ঞতাবোধ– "পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ ব'লে আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি" *(যোহন ১১:৪১)*; শাশ্বত ক্ষমা– "পিতা, ওদের ক্ষমা কর! ওরা যে কী করছে, ওরা তা জানে না" *(লুক ২৩:৩৪)*; উদারতা– "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে" *(লুক ২৩:৪৩)*; দায়িত্ববোধ– মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে!...ওই দেখ, তোমার মা" *(যোহন ১৯:২৬-২৭)*; প্রাণ বিসর্জন– "পিতা, তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম" *(লুক ২৩:৪৬)*।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্ট হলেন প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর। যিনি ভালবাসার কথা শুধুমাত্র মুখে বলেননি,

"আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে! বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৫:১২-১৩)*; বরং ক্রুশ কাষ্ঠের উপর নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন কিভাবে মানুষকে ভালবাসতে হয়, "পিতা, তোমারই হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম" *(লুক ২৩:৪৬)*! সুতরাং মানুষের জন্যে নিজ প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে তিনি আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করছেন- হৃদয়-মন উজাড় করে নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসায় পরস্পরকে ভালবাসতে, "তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে; আমি নিজে যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমাদেরও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি ভালবাসা থাকে, তাতেই তো সকলে বুঝতে পারবে, তোমরা আমার শিষ্য" *(যোহন ১৩:৩৪-৩৫)*। খ্রিস্টের প্রেমের স্পর্শে রূপান্তরিত সাধু পলও এই সত্য হৃদয়ে গভীরভাবে উপলব্ধি করে সকলকে আহ্বান করেছেন, "সমস্ত কিছুর ওপরে স্থান দাও ভালবাসাকে, কারণ ভালবাসাই সবকিছুকে এক ক'রে তোলে, পূর্ণ ক'রে তোলে" *(কলসীয় ৩:১৪)*।

ভালবাসা ছাড়া মানব-জীবন সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও শূন্য। কারণ একমাত্র ভালবাসায় মানব-জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করে। ভালবাসার জন্যে মানুষ নিজেকে জানতে পারে, চিনতে পারে, বুঝতে পারে, ছাড়তে পারে, ত্যাগ করতে পারে, গড়তে পারে ও বিকশিত করতে পারে। আসলে ভালবাসা বিহীন হৃদয় যেন বাতাস বিহীন বেলুনের মতো। অর্থাৎ বাতাসবিহীন একটা বেলুন যেমন চুপসে থাকে, তদ্রূপভাবে ভালবাসা ছাড়া মানব-হৃদয়ও চুপসে থাকে বা ছোট থাকে- নিঃপ্রাণ, সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। অন্যদিকে বাতাসে পরিপূর্ণ বেলুন যেমন ফুঁলে-ফেঁপে বড় হয়, তদ্রূপভাবে ভালবাসায় পরিপূর্ণ মানব-হৃদয়ও অনেক বিশাল হয়, যেখানে শোভা পায়- ভ্রাতৃপ্রেম, আনন্দ, শান্তি, ক্ষমা, করুণা, সৌজন্য, সহৃদয়তা, সহিষ্ণুতা, নম্রতা, বিশুদ্ধতা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, কোমলতা, স্নেহ, যত্ন, আত্ম-সংযম, ধৈর্য...।

আমরা যদি খ্রিস্ট-প্রেমিক সাধু পলের জীবনের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখতে পাই, তিনি মানব জীবনে ভালবাসাকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন। কারণ তিনি ব্যক্তিজীবনে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভালবাসা ছাড়া মানব-জীবন সম্পূর্ণভাবে বৃথা, নিষ্ফল ও মূল্যহীন, "আমি যদি মানুষের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারি, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতাল ছাড়া আর কিছুই নয়!...আর আমি যদি প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা করতে পারি, যদি উপলব্ধি করতে পারি সমস্ত রহস্যাবৃত সত্য, জানতে পারি ধর্মজ্ঞানের সমস্ত কথা, যদি আমার অন্তরে থাকে পর্বত সরিয়ে দেবার মতো পূর্ণ বিশ্বাস, অথচ অন্তরে না থাকে ভালবাসা, তাহলে আমি তো কিছুই নই!...আর আমি যদি আমার সমস্ত-কিছুই দীন-দরিদ্রের মধ্যে বিলিয়ে দিই, এমন কি আমার নিজের দেহ-ও আগুনে সঁপে দিই, অথচ আমার অন্তরে যদি না থাকে ভালবাসা, তাহলে তাতে আমার কোন লাভই নেই!" *(১ করিন্থীয় ১৩:১-৩)*। আর এজন্যই প্রভু যিশু খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীর দায়িত্বভার সাধু পিতরের হাতে তুলে দেবার আগে তিন তিন বার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কি আমাকে ওদের চেয়ে বেশি ভালবাস" *(যোহন ২১:১৫-১৭)*! কারণ প্রভু যিশু জানতেন, যে ভালবাসতে পারে তাঁর দ্বারা সব পরীক্ষা, প্রলোভন, প্রতিবন্ধকতা জয় করা সম্ভব; এমনকি মৃত্যুকেও হাসি মুখে মেনে নেওয়া সম্ভব, "ভালবাসা যে কী, তা আমরা এতেই বুঝতে পেরেছি: যিশু যে আমাদের জন্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন" *(১ যোহন ৩: ১৬)*।

সাধু পল রোমীয়দের কাছে পত্রে খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন, "তোমাদের ভালবাসার মধ্যে যেন কোন ভান না থাকে! অসৎ যা-কিছু, তা ঘৃণা কর; যা সৎ, তা আঁকড়েই ধর। ভ্রাতৃপ্রেম যেন তোমাদের মধ্যে গভীর স্নেহবন্ধন গড়ে তোলে। তোমরা একে অন্যকে বেশি সম্মানের যোগ্য বলেই মনে কর" *(রোমীয় ১২:৯-১০)*; কিন্তু বর্তমান আত্মকেন্দ্রিক, সুবিধাভোগী, স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, স্বার্থান্বেষী, ভোগবাদী জগতের দিকে তাকালে দেখি, নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসার বড়ই অভাব; যেন ভালবাসার খরা চলছে! বর্তমানে মানুষ নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসার পরিবর্তে জাগতিক কামনা-বাসনা, মোহ-মায়া, ভোগ-বিলাস ও ক্ষণস্থায়ী সুখ-আনন্দের পেছনে ছুঁটে চলেছে। জগতের সর্বত্রই যেন আজ ভেজাল বা মুখোশীয় ভালবাসার ছড়াছড়ি বা প্রতিযোগিতা। যা মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-সংঘাত, হতাশা-নিরাশা, বিভেদ-বিবাদের সৃষ্টি করছে। ফলে ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ ভ্রাতৃপ্রেমের মূল্যবোধ হারিয়ে প্রাণ দেওয়ার পরিবর্তে প্রাণ নেওয়ার নেশায় মেতেছে। এ পরিস্থিতিতে যিশুখ্রিস্টের নির্মল ভালবাসার হৃদয় আমাদের আহ্বান করছেন, "নৈবেদ্য যজ্ঞবেদীতে উৎসর্গ করতে গিয়ে সেইখানে যদি তোমার মনে পড়ে যায় যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন অভিযোগ আছে, তাহলে সেখানে, যজ্ঞবেদীর সামনে, তোমার নৈবেদ্য ফেলে রেখেই ফিরে যাও। আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্‌ভাব ফিরিয়ে আনো, তারপরেই এসো তোমার ওই নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে" *(মথি ৫:২৩-২৪)*।

তাই এখনই সময় এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার এবং যিশু হৃদয়ের নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসা দিয়ে নিজের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করার। তবে এক্ষেত্রে যে বিষয়টা একান্ত প্রয়োজন তা হলো নিজের আমিত্ব ও অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও শূন্য করা, "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরীবদেরই দিয়ে দাও!...তারপর আমার কাছে এসো আর আমার সঙ্গে সঙ্গে চল" *(মথি ১৯:২১)*; কারণ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত ও শূন্য করতে না পারলে যিশু হৃদয়ের নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসা কিছুতেই আমার, তোমার, আপনার হৃদয়ে আসন বা জায়গা করে নিতে পারবে না! সুতরাং আসুন সময় থাকতে যিশু হৃদয়ের ভালবাসার আগুনের স্পর্শ দিয়েই আমাদের হৃদয়ের ভালবাসার আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করি, যেন যিশু হৃদয়ের ভালবাসার মতো সকল মানুষের মাঝে নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও পবিত্র ভালবাসা বিলাতে পারি। আর একমাত্র এটা করতে পারলেই আমরা গায়তে পারবো, "এ প্রেম হৃদয় ভ'রে নিলে পরে সকল দুঃখ যায়!...এ প্রেম কলসী-কলসী ঢালো তবু না ফুরায়! এ প্রেম যে পেয়েছে, সেই মজেছে, কিছু নাহি চায়!... *(গীতাবলী-৮৩৭)*

তবে প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আমরা পরস্পরকে ভালবাসবো বা কেন আমাদের ভালবাসা উচিৎ! কারণ, ভালবাসার মধ্যে এমন কিছু লুকিয়ে আছে যা সাধু পিতর ও সাধু পল গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, "ভালবাসা যে অসংখ্য পাপের ওপর টেনে দেয় ক্ষমার আবরণ" *(১ পিতর ৪:৮)*; অন্যদিকে এ বিষয়ে সাধু পল খুব সুন্দর করে বলেছেন, "ভালবাসা নিত্য-সহিষ্ণু, ভালবাসা স্নেহ-কোমল। তার মধ্যে নেই কোন ঈর্ষা।

ভালবাসা কখনো বড়াই করে না, উদ্ধতও হয় না, রুক্ষও হয় না। সে স্বার্থপর নয়, বদমেজাজীও নয়। পরের অপরাধ সে কখনো ধরেই না। অধর্মে সে আনন্দ পায় না, বরং সত্যেকে নিয়েই তার আনন্দ। ভালবাসা সমস্তই ক্ষমার চোখে দেখে; তার বিশ্বাস সীমাহীন, সীমাহীন তার আশা ও ধৈর্য" *(১ করিন্থীয় ১৩: ৪-৭)*। সুতরাং প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের নিজ প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট মানুষ হিসাবে আমাদের পরস্পরকে ভালবাসা উচিৎ; কারণ, "যে ভালবাসে না, সে তো এখনও মৃত্যুর মধ্যেই পড়ে আছে। যে-কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে একটা খুনী; আর তোমরা জান যে, শাশ্বত জীবন কোন খুনীর অন্তরে থাকতেই পারে না" *(১ যোহন ৩:১৪-১৫)*।

তাই পবিত্র বাইবেলে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, "তোমরা কারও কাছে কোন ঋণ রেখো না, শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া; কারণ প্রতিবেশীকে যে ভালবাসে, সে তো ঐশ বিধানের সমস্ত দাবি মিটিয়েই দিয়েছে" *(রোমীয় ১৩:৮)*। আসলে ভালবাসার ঋণ একমাত্র ভালবেসেই পরিশোধ করতে হয়। প্রেমময় ঈশ্বর আমাদের ভালবেসে পিতা-মাতার ভালবাসার ফল হিসেবে সুন্দর একটি জীবন ও পরস্পরকে ভালবাসার জন্যে একটি সুন্দর হৃদয় দান করেছেন, যেন আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। কিন্তু আমরা পরস্পরকে ভালবাসতে ব্যর্থ হয়ে সেই জীবন ধ্বংস করেছি; তা সত্ত্বেও প্রেমময় ঈশ্বর পুনরায় সেই জীবন রক্ষার জন্যে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছেন, "পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান ক'রে দিয়েছেন" *(যোহন ৩:১৬)*! সুতরাং এখন আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো তাঁর দেওয়া নবজীবন ও হৃদয়ের ভালবাসা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট মানুষকে ভালবেসে তাঁর ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া, "প্রীতিভাজনেরা, পরমেশ্বর যদি আমাদের এমনিভাবেই ভালবেসে থাকেন, তাহলে আমাদেরও উচিৎ পরস্পরকে ভালবাসা। পরমেশ্বরকে কেউ কোন দিন দেখেনি, তবে আমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসি, তাহলে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের অন্তরে রয়েছেন এবং ঈশ্বর-প্রেমও আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভ করেছে" *(১ যোহন ৪:১১-১২)*।

পরিশেষে বলা যায়, ভালবাসা হলো একটি ঐশ আহ্বান, একটি ডাক, একটি নিমন্ত্রণ। যেটা আসে স্বয়ং প্রেমময় পরমেশ্বরের কাছ থেকেই, "তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে" *(যোহন ১৫:১৭)*! আর আমরা তো জানি, তিনি এ পৃথিবীতে ভালবাসা দিয়েই মানব-হৃদয় জয় করেছেন। তাই আজকের এই "বিশ্ব ভালবাসা দিবস"-এ ক্রুশ কাষ্ঠের উপরে বর্শাবিদ্ধ যিশুর পবিত্র হৃদয় আমাদের প্রত্যেককে একান্তভাবে আহ্বান করছেন, "আমি যেমন তোমাদের ভালবেসেছি, তোমরাও তেমনি পরস্পরকে ভালবাসবে! বন্ধুদের জন্যে প্রাণ দেওয়ার চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই" *(যোহন ১৫:১২-১৩)*।

তাই আসুন, প্রেমের ঠাকুর যিশুখ্রিস্ট যেভাবে ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয়-মন জয় করেছেন; আমরাও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক এক জন তাঁরই মতো ভালবাসার মানুষ হয়ে ওঠি, ভালবাসার মর্মবাণী মানুষকে শোনাই, মানুষের মাঝে ভালবাসা বিতরণ করি এবং পরিশেষে যিশু মানুষকে ভালবেসে যেভাবে নিজের প্রাণ বির্সজন দিয়েছেন, তদ্রূপভাবে আমরাও নিজেদের প্রাণ পরস্পরের জন্যে বিসর্জন দিই॥ ❑

ক্ষুধার্ত

(২০ পৃষ্ঠার পর)

বেরিয়ে ছিলেন এবং রাস্তা-ঘাটে সকল লোকদের 'আপনি কি ক্ষুধার্ত, কিসের ক্ষুধা আপনার' এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে সঠিক অর্থ খুঁজতে চেষ্টা করতেন। আর আজই তিনি এই বৃদ্ধার কাছ থেকে সেটির সঠিক অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন মানুষের অঢেল সম্পত্তি থাকলেও তার যদি ভালবাসার অভাব থাকে সে ক্ষুধার্ত থাকবেই। মানুষ যা কিছুই করছে তা এই ভালবাসা দেওয়া ও পাওয়ার ক্ষুধা থেকেই করছে। এসব ভাবতে ভাবতেই অতীত ও নিজের মা বাবার কথা মনে পরে গেল এবং নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন নিজের অবহেলার জন্য। সেও তো কতভাবে সময় নষ্ট করেছে কিন্তু অসুস্থ ও বয়স্ক মা বাবাকে সময় দেয়নি। ওনারাও হয়তো ভালবাসার ক্ষুধার জ্বালায় নীরবে নিস্তব্ধতায় গুমড়ে গোমড়ে কেঁদেছেন। এখন কি করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের খুঁটিতে টাঙানো সাধ্বী মাদার তেরেজার একটি ছবির দিকে। যে ছবিতে মাদার তেরেজা একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছেন। ছবির ঠিক নিচে লেখা আছে সাধ্বী মাদার তেরেজারই কথা, "একাকীত্ব আর অন্যের দ্বারা ভালোবাসা না পাওয়ার ভাবনা, ভয়ানক দুর্ভিক্ষের মতোই সমান, যে ব্যক্তিকে ভালোবাসার মতো কেউ থাকেনা, খেয়াল রাখার মতো কেউ থাকেনা, যাকে প্রত্যেকে ভুলে গেছে, আমার মতে সে এমন ব্যক্তির তুলনায় অনেক বড় দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত মানুষ যার কাছে খাওয়ার মতো কিছুই নেই, থাকার মতো কিছুই নেই"। তৎক্ষণাৎ আগন্তুক সিদ্ধান্ত নিলেন এই অসুস্থ বৃদ্ধাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবেন, নিজের মা বাবার প্রতি যা করতে অবহেলা করেছেন তা যেন এই বৃদ্ধাটির জীবনে না হয় এবং একটু হলেও যেন নিজের কৃতকর্মের সেই ভুলের মাশুল দিতে পারেন...॥ ❑

ভালোবাসা

বিশি মারীয়া রোজারিও

ভালোবাসা পাওয়া সবার কাছে একটি অধিকার
সবার কাছে তাই ভালোবাসা শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার,
ভালোবাসা সবার মাঝে আনে প্রাণ শক্তি
ভালেবাসা সবার হৃদয়ে দেয় মুক্তি।
ভালোবাসা মানে না কোন বাঁধা বিপত্তি
ভালোবাসার জন্য মানুষ ছেড়ে দেয় ধনসম্পত্তি,
ভালোবাসায় নেই কোন অহংকার
ভালোবাসা মনে জাগায় আনন্দের ঝংকার।
ভালোবাসায় নেই কোন রাগ-অভিমান
ভালোবাসায় আছে শুধু শত শত নাম,
ভালোবাসা চায় না কোন কিছু
ভালোবাসা চায় শুধু মুখের হাসিটুকু।
ভালোবাসা সবার কাছে মিষ্টি কথা বলে
ভালোবাসা গানের ছন্দে আনন্দের সুর তোলে,
ভালোবাসা ফোটায় শত শত ফুল
ভালোবেসেই সুখরে নিই হাজার হাজার ভুল।

ক্ষুধার্ত

সিস্টার মেরী জেনেভী এসএমআরএ

আগন্তুক এই ব্যক্তিটির পথ চলার গন্তব্য জানা নেই; তবে মানুষের আসল ক্ষুধাটা যে কি সেটাই সন্ধান করছেন। সম্বল হিসেবে সঙ্গে আছে কাপড়ের একটি ঝোলাব্যাগ, ব্যাগের ভিতরে রাখা কয়েকটি বই, কলম ও খাতা এইতো। অন্যের বাড়িতে, দোকানে চেয়ে চেয়ে যা পান তা দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করেন। তবে কারো বাড়িতে বা ঘরে তিনি থাকেন না। গাছের নিচে, রাস্তাতেই থাকেন। কথা বলার চেয়ে অন্যের কথা শোনতেই বেশি পছন্দ করেন। কথা বলার মধ্যে শুধু দু'টি প্রশ্নই সবাইকে করেন তা হলো, "আপনি কি ক্ষুধার্ত, কিসের ক্ষুধা আপনার?" বেশিরভাগ লোকই বলেন, "খাবারের ক্ষুধা, টাকার ক্ষুধা, নেশার ক্ষুধা, অন্যের সেবা করার ক্ষুধা ইত্যাদি"। বিভিন্ন ব্যক্তির এসব রঙ-বেরঙের উত্তর আগন্তুক নিজের খাতায় সযতনে লিখে রাখেন। এভাবেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে করতে আগন্তুক সেই ব্যক্তিটি আজ এসে পড়েছেন সুন্দর সাজানো গোছানো একটি গ্রামে। একটি বড় আম গাছের নিচে এসে থামলেন। দোকান থেকে চেয়ে আনা গরম গরম পরোটা ও ডাল-ভাজি ভক্ষণ করার অভিলাসে বসলেন আম গাছটির নিচে। সবেমাত্র এক টুকরো পরোটার সাথে সামান্য ডাল মিশিয়ে মুখে দিতে যাবেন আর তখনি রাস্তার পাশে একটি বাড়ি থেকে শুনতে পেলন "আমি ক্ষুধার্ত" বলে কে যেন জোরে চিৎকার করে উঠল। আগন্তুক তড়িৎ গতিতে ওঠে দাঁড়ালেন। নিজে না খেয়ে অন্যের ক্ষুধা নিবারণে যে সুখ তিনি পান তা থেকে বঞ্চিত হতে চাইলেন না। সেজন্য চেয়ে আনা পরোটা ও ডাল ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ক্ষুধা নিবারণের জন্য যেখান থেকে শব্দটি আসল সেই বাড়িটির দিকে রওনা হলেন। মনে মনে ভাবলেন এবার হয়তো ক্ষুধার্তের একটি সঠিক উত্তর পাবেন। ধীরগতিতে মোজাইক করা বড় বাড়ির গেইট দিয়ে ঢুকেই হতবাক হয়ে গেলেন। বাড়িটির কেচিগেইটে বড় বড় দু'টি তালা ঝুলছে। মনে মনে ভাবলেন, তিনি কি ভুল শুনতে পেয়েছেন। এই বাড়িতে তো কেউ নেই, তাহলে শব্দটি আসল কোথা থেকে। ফিরে আসার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হবেন আর তখনই তিনি আবার শোনতে পেলেন জোরে কে যেন চিৎকার করে বলছে, "আমি ক্ষুধার্ত"। আগন্তুক পিছনে ফিরে তাকালেন, দেখলেন উঠানের এককোণায় একটি ছোট্ট ঘর আর সেই ঘর থেকেই শব্দটি আসছে। আগন্তুক ঘরটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বাহির থেকে ডাকলেন, "ভিতরে কেউ আছেন?। কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে

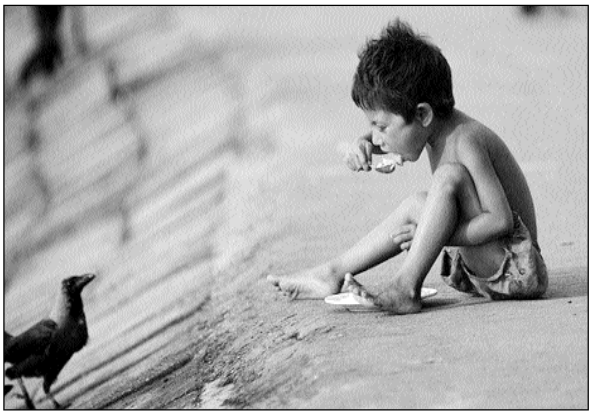

ধীরগতিতে ভিতরে ঢুকে গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন জীর্ণদেহে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছে এক বৃদ্ধা। আগন্তুক মনে মনে ভাবলেন, ইস্ না জানি কত ক্ষুধা লেগেছে বৃদ্ধা মায়ের। তাই দেরী না করে নিজের আনা সেই পরোটা ও ডাল এগিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, "এই যে খেয়ে নেন, আপনার জন্য গরম গরম পরোটা আর ডাল নিয়ে এসেছি। রাস্তা থেকে শুনতে পেলাম আপনি জোরে জোরে বলছেন, 'আমি ক্ষুধার্ত' তাই দেরি করিনি।" বৃদ্ধা তখন মাথা উঁচু করে আগন্তুকের দিকে রহস্যের মতো তাকিয়েই তাড়াতাড়ি ওঠে ঘরের এক কোণায় বড় একটি বাক্স খুলে আগন্তুককে ইশারায় ডাকতে লাগলেন। আগন্তুক অবাক হয়ে বৃদ্ধার কর্মকাণ্ড দেখতে লাগলেন। বৃদ্ধার ডাকে সাড়া দিয়ে বৃদ্ধার কাছে গিয়ে যা দেখলেন; তাতে আগন্তুক আশ্চর্য না হয়ে পারলেন না। বৃদ্ধার বাক্স ভর্তি টাকা-পয়সা। পরে বৃদ্ধা অন্য একটি বাক্স খুলে দেখালেন, যেখানে রয়েছে দামি দামি যত খাবার, ফলমূল ইত্যাদি। আগন্তুক বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন। আশ্চর্য হয়েই বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা এতো খাবার এতো কিছু থাকতে আপনি কেন "আমি ক্ষুধার্ত, আমি ক্ষুধার্ত" বলে চিৎকার করে কাঁদতে ছিলেন?" বৃদ্ধার সোজা সরল উত্তর, "হ্যাঁ আপনি ঠিকই শোনেছেন 'আমি ক্ষুধার্ত' তবে কোন খাবারের জন্য নয়, আমি ভালবাসার জন্য "ক্ষুধার্ত"। বাহ্যিক ক্ষুধা মেটানোর জন্য আমার সবই আছে কিন্তু ভালবাসা দেওয়ার ও ভালবাসা পাওয়ার মানুষ নেই। দেখার মতো নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। নিজের গর্ভে ধারণকৃত সন্তানেরা আছে কিন্তু সবাই বিয়ে করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। বড় ঘরে আমি একা থাকতে ভয় পাবো, এতবড় ঘর পরিষ্কার করতে আমার কষ্ট হবে, কারেন্ট এর ব্যবহার ঠিক মতো করতে পারবো না; সেজন্যে এই ছোট্ট ঘরে আমার জন্য রেখে গেছে আমার সন্তানেরা। তাই ছোট্ট এই ঘরেই একা একা কাটে আমার দিন-রাত। রান্না-বান্না করে দিবে এমন কেউ নেই। আশেপাশের মানুষেরা যা দেয় আর আমি মানুষ দিয়ে বাজার থেকে যা কিনে আনি তাই খেয়ে কোন রকম বেঁচে আছি। আমার কত স্বপ্ন ছিল আমি আমার ছেলে, ছেলে-বউ, নাতী-নাতনি নিয়ে ভালবাসার সুখের সংসার করবো কিন্তু হল না। জীবনে একটু একটু করে যে সম্পদ জমিয়েছি এসব দিয়েই এখন চলছি। কিন্তু একা একা খেতে একটুও ভাল লাগেনা"। বৃদ্ধার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে। বৃদ্ধার কথা শুনে আগন্তুকের চোখের জল টলমল করছে। হাতে রাখা অতি যতনে দোকান থেকে চেয়ে আনা পরোটার দিকে তাকাতেই আগন্তুকের চোখের কয়েক ফোঁটা অশ্রু পরোটার উপর পড়ল। আগন্তুক আর কোন কথাই বলতে পারলেন না। এই আগন্তুক হলেন শহরের নামকরা একজন বড় ব্যবসায়ী। অনেক বড় বাড়ি, টাকা-পয়সা সবই রয়েছে। গত কয়েক দিন হল মা বাবা দুজনকেই হারিয়েছেন। কিন্তু একটুও বুঝতে পারেননি কেন মা-বাবা দু'জনেই মৃত্যুর পূর্বে "আমরা ক্ষুধার্ত" কথাটি একটি কাগজে লিখে ছেলের হাতে দিয়েছেন। ছেলে হিসেবে সে তো মা বাবার জন্য আলাদা করে সুন্দর ঘর ও ডাক্তারের নির্দেশনুযায়ী সকল প্রকার খাবার-দাবার ঠিকই প্রতিনিয়ত দিয়েছেন। তবে মা বাবা কেন এই কথাটি লিখে ছিলেন তার মর্মার্থ, সঠিক রহস্য ও অর্থ জানার জন্যেই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে বাড়ি থেকে

(১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বসন্তের রঙিন হাওয়া

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ফাল্গুন মানেই বসন্তকাল। শীতের তীব্র ঠাণ্ডার পরে হঠাৎ মৃদু-শান্ত আর মিষ্টি একটা গ্রহণযোগ্য বাতাস গায়ে এসে যখন ছুঁয়ে যায় তখনই আমরা টের পাই, এই বুঝি প্রকৃতিতে বসন্ত এসেছে। প্রকৃতিতে শীতের ঠাণ্ডা আর শৈত্যপ্রবাহের তীব্রতার শেষে বসন্ত আনন্দ নিয়ে আসে পৃথিবীতে। প্রকৃতিতে ছয়টি ঋতুর মধ্যে বসন্ত হচ্ছে ঋতুরাজ। এই ঋতুরাজ বসন্ত অনন্যসুন্দর। তাই তো এই যৌবনবতী ঋতুতে মনের মধ্যে অনুভবে জেগে ওঠে এক অজানা ভালবাসা। এক ভাললাগার অনুভূতি। একই সাথে কী নিঃশব্দ, কোমল হাহাকার এই বসন্ত! ফাল্গুন মাসের প্রথম দিন মানেই যেন বাঙালির জীবনে রঙের ছোঁয়া লাগে। বিভিন্নভাবে এই রঙের ছোঁয়া ছড়িয়ে গেছে আমাদের জীবন ধারায়, পোশাকে-আষাকে, উৎসব-আয়োজনে, গান, কবিতা, প্রবন্ধ আর বিচিত্র অনুষ্ঠানে। প্রকৃতির সাথে মানুষের হৃদয়ে ছড়িয়ে আছে বসন্তের প্রকাশ। তাই তো কবিরা তাদের কবিতায় প্রকাশ করেছেন বসন্তের উচ্ছ্বাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'আহা আজি এ বসন্তে এত ফুল ফোঁটে, এত বাঁশি বাজে, এত পাখি গায় আহা আজি এ বসন্তে।'

আবহমানকাল ধরে আমাদের দেশে প্রতিটি ঋতুই বিপুল বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। একেকবার একেক রঙে। হরেক-রকম স্বাদের আমেজে প্রাণ ভরিয়ে দেয়। আমরা প্রকৃতির সন্তান, ঋতুর মধ্যেই বাস করি সারা বছর। আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নানান ঝড়ঝঞ্জা সত্ত্বেও আমরা প্রকৃতির নব নব আস্বাদ গ্রহণ করতে ভুলি না। প্রকৃতি আমাদের পরম মমতায় পালন করে। তার ফাল্গুনে এত মোহময়, এত গন্ধর্ব্যলোকের উপচে পড়া সৌন্দর্য, এত সুরভিত, এত আর্দ্র, এত উম্মাতাল; কিন্তু কত পবিত্র। সে বিশুদ্ধ, সে শিল্পীত। এই ফাল্গুন হচ্ছে প্রকৃতির শিল্পকলা। যেন এক অদৃশ্য বিশাল ক্যানভাসে কোনো অজ্ঞাত শিল্পী আপন গৌরবে চিত্র রচনা করেছেন। তার সর্বাঙ্গে এত আলো, এত মধুরতা, এত ছন্দ, এত নৃত্য, এত মাধুর্য! হিম শীতের ধূসরতার পর প্রকৃতিতে এখন রঙের দোলা; এখন বসন্ত। নতুন পাতা ও ফুলের জাগরণে মৃদুমন্দ বাতাস হৃদয়ে আবার শিহরণ জাগায়। চেনা-অচেনা অসংখ্য ফুলের মাঝে পলাশ শিমুল আর কোকিল রুক্ষ নাগরিক জীবনেও বয়ে আনে বসন্তের অফুরন্ত আনন্দ। এই মধুর বসন্তে পত্রশূন্য বৃক্ষের নবজোয়ারের মতো জেগে ওঠে আমাদের মন। পাতায় পাতায় নীরব হাহাকার গুঞ্জনে আমরা বিমোহিত হয়ে যাই। তাই কবি বলেছেন, 'ফুল ফুটুক আর না-ই ফুটুক আজ বসন্ত।'

প্রকৃতির অনেক স্বাভাবিকতার মতোই বসন্তের অনেক চিহ্ন এখন যেন মলিন হয়ে গেছে। আগে নতুন পাতার সাথে সাথে গাছে গাছে প্রচুর পাখি আসত। এখন গ্রামেও তেমনটা দেখা যায় না। গাছে গাছে ফুল আর পাখির শব্দে ভরপুর ছিল বসন্ত। এখন এই নীরব হাহাকার মনে দুঃখ জাগায়। তবুও বসন্তের আলাদা স্পষ্ট একটা ঘ্রাণ আছে। এ সময় আমের বোলের মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে চারপাশ। শীতের রেখে যাওয়া ঘ্রাণ আর বসন্তের নিজস্ব আস্বাদ মিলে এক অভূতপূর্ব গন্ধ জোয়ার ওঠে। বসন্তের প্রধান পাখি কোকিল। তার ডাকের কোনো তুলনাই হয় না। কী আশ্চর্য বিষয়! সারা বছর কোথাও কোনো দেখা নেই, সাড়া নেই। ঠিক সময় মতো কোথাকে কোকিল এসে যেন ডেকে ওঠে। যেন বসন্তের সংবাদ নিয়ে এসে কুহু কুহু করে ডাকে। বাঙালি মাত্রই সেই সুমিষ্ট সুরের সন্দেশ গ্রহণে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কী মিষ্টি সেই ডাক! কী হৃদয় স্পর্শকারী মধুর কণ্ঠ নিয়ে ডেকে ওঠে বাসন্তী কোকিল! অদ্ভুত লাগে। গাছে গাছে নতুন পাতা, ডালে ডালে ফুল-পাখি আর কোকিলের মিষ্টি সুর। সবই যেন এক সূত্রে গাঁথা। যেন বসন্তের সুরেলা এক সুতা দিয়ে প্রকৃতি বুনে চলে শান্তির সমীরণ। শেষের কবিতায় লেখক বলেছেন, "ফাল্গুন আমার সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, শব্দ, নৈঃশব্দ।"

ফাল্গুন জুড়ে দেখা মেলে বসন্তের রঙিন হাওয়া। বাসন্তী রঙা বসনে বরণ করি রঙিন বসন্তকে। বসন্ত আর ভালোবাসা তো এখন মিলেমিশে গেছে। পয়লা ফাল্গুনের পরের দিনই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। তাই পোশাক-সাজে একই সঙ্গে হলুদ আর লাল রঙের মিশ্রণ পাওয়া যায়। এ যেন বসন্ত ও ভালোবাসা দিবস হাত ধরাধরি করে আসা। তাই এ দিনগুলোতে থাকে স্নিগ্ধতা আর উৎসবের আমেজ। ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিকতার রং আরো রঙিন করে তুলেছে বসন্ত উৎসবকে। যদিও দিবস মানেই ব্যাপক প্রস্তুতি, নানা ধরনের আয়োজন কিন্তু এই নির্মল চমক মোহনীয় সাজ আমাদের জন্য প্রকৃতির অনবদ্য উপহার। বিজ্ঞাপনের ভাষায় ন্যাচারাল (ময়েশ্চরাইজার) সমৃদ্ধ। প্রকৃতির এই অনন্য উপহার যার প্রতি বিশেষ করে, হৃদয় উষ্ণতা যদি না জাগে বা উপলব্ধি না করি। তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে প্রকৃতির এই আবেদন। প্রকৃতির প্রতি হৃদয়ের উষ্ণতা প্রকাশ করি তাকে যত্ন করে; কেননা আমরা প্রকৃতিকে ভালবাসি। বসন্তের ফুল যেন বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়, ছিঁড়ে না ফেলি। প্রকৃতির রঙ, রস, রূপ যতক্ষণ হৃদয়ের চেতনায় অনুভব না হবে, ততক্ষণ বাহ্যিকতার বহিপ্রকাশ ফলপ্রসূ হবে না। প্রযুক্তির বদান্যতায় যন্ত্র যেমন স্পর্শ করলেই কাজ করে, তেমনি হৃদয়ের জানালায় বসন্তের আগমন এলে যেন মনে দোলা লাগে। না হলে বসন্ত কোথায় আসবে! বসন্তে প্রকৃতির মধ্যে বর্ণালী সাজে রাঙানো ফাগুনের এক প্রেমের দোকান। তাই এক বুক নিঃশ্বাস নিয়ে বলতে হয়,
এই বসন্ত বাতাসে 'ভালোবাসি ফাল্গুনকে।' কবিগুরুর কথা দিয়েই বসন্তের রঙিন হাওয়ায় সবাইকে শুভ বার্তা জানাই "সুখে আছে যারা সুখে থাক তারা সুখের বসন্ত সুখে হোক সারা...॥ ❑

কবিতার পাতা

অপেক্ষায়
জ্যাক ফ্রান্সিস গমেজ

প্রিয় কোথায় তুমি?
এখন তোমার শূন্যতা অনুভব করছি
যখন তুমি ছিলে কাছে
বুঝি নি তোমার ভালোবাসা ।

আজ নেই তুমি আমার সাথে
কষ্ট পাচ্ছি এই মনের মধ্যে
এ কষ্ট পাওয়াটাই কি আমার ভালোবাসা ।
বলে যাও আমায়
যদি না বলো
তাহলে চিরদিন থাকবে এই অবুঝ প্রেমিক
তোমার অপেক্ষায় ।

অচেনা প্রিয়তমা
জন পালমা

প্রিয়তমা, জানি না আজ
কত শত দিন আগে
নব মন বসন্তের পুলকিত নয়নে
বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধে ভেসে আসা
বাতাসের শন্‌শন্‌ সুমধুর গুঞ্জরনে
গগনের পূর্ণিমার ঐ
চাঁদের আলোয় প্লাবিত
পৃথিবীর এই মাঠে
ভাবছি বসে, আমি একা ।
তুমি কেবা হবে আমার
ঐশ্বরিক উপহার
অজানা সেই শত দিন পরে?
জানি না এখনো কেবা তুমি
কিবা তোমার নামি
কোন মায়ের কোলে হইছে লালিত
কোন বসন্তেরই জয় গানে?
ভেবেছ কি একবার
চিনেছ কি আমারে?
আমি যে তোমারি হব
সে দিনের ঐ বাসরে!
অনেক সময় পেরিয়ে গেছে
জন্মেছি এ ভবে
এখনো যে দেখিনি তোমায়!
জানি না আর দেখা
কোথায়! কবে হবে?

এক সন্ধ্যায় আমি
নিশির রোজারিও

হাঁটি হাঁটি পায়ে-
এক সন্ধ্যায় নটর ডেমের গায়ে;
একলা একলা ছুঁটে চলি সবুজের মাঠে ।
চমৎকার অন্ধকার, সমীরণের খেলা,
মোর কাটে না সন্ধ্যাবেলা ।
একাকিত্বে-নিভৃতে বসে-
ভাবনায় মৃদু রোমাঞ্চের দোলা
সুদূর ঘুট ঘুটে আঁধারে চেয়ে থাকা,
আমি কবি আছি তো আছি বসে
এক ঘন্টা, এক নীরবতায়, কোন অচেনায় ?
যাকে মনের মন্দিরে মাধুরীর মূর্ছনায়,
ভেবে ভাবনায় ভেসে ভেসে সন্ধ্যা শেষের কথায় ।
এক সন্ধ্যায় আমি
আকাশের পানে তাকিয়ে
আঁখির পাতা নামিয়ে
খুঁজি সেই কল্পনার গল্পকে ।
ভালোবাসার সন্ধ্যায় গভীর নীরবতায়
আমি এক সন্ধ্যায় আমি এক সন্ধ্যায় ।

একি পরিণতি
অচেনা পথিক

অশান্ত মনে একাকিত্বের সনে
পাশে নাহি রয় প্রতিজনে,
অতি সুখ রাখবো কোথায়
এত দুঃখ কেন আসে যায়;
জীবনটাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে
মনে হয় মরতে যেন পারি ।
পাখির কল-কাকলী, প্রকৃতির স্নিগ্ধতা
কোন কিছুতেই মন বসে না ।
মনটা চৈত্রের মাঠের ন্যায়
ভেঙ্গে খান খান ।
শত শত খণ্ডে খণ্ডিত মন
একি আর জোঁড়া লাগবে,
লাগলেই বা কেমন দেখাবে;
তবুও হাজার চেষ্টা প্রতিনিয়ত
রয়েছে অনুক্ষণ ।
মন মত চাই সব কিছু,
কিছুই তো হয় না সেরকম ।
দুঃখ ভরা হৃদয়ে
চোখের পানি পরে অঝরে;
মনে হয় জীবনের সমাপ্তি
এখনই প্রয়োজন
কিন্তু না;
অনেক কিছু করার বাকি
সব কিছু করবো,
কোন কিছুতেই দিবো না আমি ফাঁকি ।

অবিচ্ছেদ্য অনুভূতি
সুশীল মন্ডল

তুমি মোরে বেসেছো ভাল
তাই তো আমি জ্বেলেছি আলো
তোমার হৃদয়ে এঁকেছি আমি
ভালবাসার এক বন্ধন সেতু ।
তোমার-আমার ভালবাসা
থাকবে অটুট আজীবন
হাসবো খেলব তুমি আমি
সেটাই যেন হয় জীবন সাথী ।
দুঃখ কষ্ট যেন এ জীবনে
আসলেও থাকি এক প্রাণ হয়ে
যাব না দূরে একে অপর থেকে
থাকবো তোমাতে সব ছেড়ে ।
চলবো দুজন দুটি হাত ধরে
রাখবো সংসারে ভালবাসার ছোঁয়া
জীবনের সব মুহূর্তে থাকবে
গুরুজনের দোয়া ।

তোমাকে মনে পড়ে
স্ট্যানলী ডিকেন্স আজিম

তোমাকে মনে পড়ে
মন আমার দুঃখ কষ্টে
দুর্বল হয়ে যায়
দিন কেটে যায় নিরানন্দে
শুধু তোমাকে মনে পড়ে

দিন শেষে সন্ধ্যা নামে
শুধু তোমার নাম যপ
করি মনে মনে
তোমার ছবি দেখে চোখ জুড়ায়
শুধু তোমাকে মনে পড়ে ।

নিরালায় বসে ভাবী আমি
কবে পাব তোমায় দেখা
তোমার সুন্দর মুখখানি ভেবে
হৃদয় এখন কি না করে
শুধু তোমাকে মনে পড়ে ।

দয়ালু ডরিন

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

ডরিন তার বাবা-মায়ের খুবই প্রিয় ও আদরের সন্তান। সে কখনো তার মা-বাবার অবাধ্য হয় না। পড়াশুনার ক্ষেত্রেও খুবই মেধাবী, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দয়ালু মনোভাব প্রকাশ করে সর্বদা।

ডরিনের মা একজন শিক্ষিকা, বাবা চাকুরীজীবি এবং ছোট ভাই ডেরেন একসাথে খুবই আনন্দের সাথে বাস করে। একদিন ডরিনের মা রান্না করছে তখন একজন দরিদ্র মহিলা আসে সাহায্য চাইতে। ডরিনের মা কিছু দেয়ার পূর্বেই সে দৌড়ে ঐ মহিলাকে ১০০ টাকা দিয়ে বলে "আমার জন্য দোয়া করবেন, আমি যেন ভাল থাকি এবং আমার পড়াশুনার ক্ষেত্রে ভালো করতে পারি।" মহিলাটি ১০০ টাকা পেয়ে খুশি হয়ে ফিরে যায়। আর সত্যিই ডরিন সমাপণী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ গোল্ডেন) পায় এবং টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়ার গৌরব অর্জন করে।

ডরিন মেয়েটি দেখতে খুবই সুন্দরী। কিন্তু কোন অহংকার নেই তার মনে। সবার সাথে মিশে এবং শান্তভাবে কথা বলে। তবে ডরিন গরিবদের প্রতি খুবই মনোযোগি। একদিন তার এক বান্ধবী পরীক্ষার ফিস দিতে পারছে না দেখে তার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার বান্ধবীর প্রতি দয়া করে। ডরিন তার আত্মীয়স্বজনের প্রতিও খুবই দয়ালু। কেউ যদি অসুস্থ থাকে তার প্রতি সহানুভূতি দেখায় এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে। ডরিন সবার প্রতি খুবই উদার। যে যখন তার কাছে সাহায্য চায় কখনো কৃপণতা করে না বরং যিশুর ন্যায় অন্যের পাশে দাঁড়ায়।

ডরিন মেয়েটি খুবই মেধাবী ও বিচক্ষণ। সে সর্বদা খেয়াল রাখে কার কি প্রয়োজন এবং সেইমত সাহায্য করতে এগিয়ে যায়। একবার তার বড় বাবা ও বড় মা এক বিরাট সমস্যায় পড়ে হতাশা-নিরাশায় ভোগে। তাদের অবস্থা দেখে সে তার বাবাকে অনুরোধ করে যেন তার বড় মা ও বাবাকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করে যেন তারা তাদের এ বিপদ থেকে রক্ষা পায়। প্রথমে ডরিনের বাবা রাজী হয় নি সাহায্য করতে, কিন্তু মেয়ে তার বাবাকে বলে কেন বাবা আমাদের তো অনেক আছে, তুমি দাও দেখবে, ঈশ্বর আমাদের দয়া করবেন। মেয়ের এ কথায় ডরিনের বাবার চোখ খুলে যায় এবং ভাই-বৌদিকে সাহায্য করতে এগিয়ে যায়।

এসো বন্ধুরা, আমরা সবাই ডরিনের মতো উদার ও দয়ালু হই। অন্যের প্রতি যেন ঈশ্বররে আশীর্বাদ থেকে কখনো বঞ্চিত না হই। যিশু বলেন, "দয়ালু যারা, ধন্য তারা-তাদেরই দয়া করা হবে।" *(মথি ৫:৭)*

সু-স্বাগতম-২০২০

তেরেজা সুইটি কেরকেটা

চলে গেছে পুরনো বছর
পার করেছি ২০১৯,
এসে গেছে নতুন বছর
তাই গ্রহণ করেছি ২০২০।

ভাল লাগা মন্দ লাগা
ছিল সবই অতীতে,
নতুন বছরে নতুন মনকে
সাজাবো কি করে শীতে।

২০ তুমি জোড় সংখ্যা
সঙ্গী হিসেবে তাই,
১৯ তুমি বিজোড় সংখ্যা
তাই বিদায় দিয়েছি ভাই।

নতুন বছরে নতুন ফুলকে
সঙ্গী করে রাখবো,
হাজারো কষ্টের মাঝেও আমি
তাকেই ভালবাসবো।

ভালবাসা নয় পাপ
নয় অপরাধ,
ভালবাসার হৃদয় থাকলে
মিলাও হাতে হাত।

১৯ তোমায় বিদায় দিলাম
আমি এক নয়,
২০ তোমায় গ্রহণ করলাম
তাই, জানাই স্বাগতম।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছ!

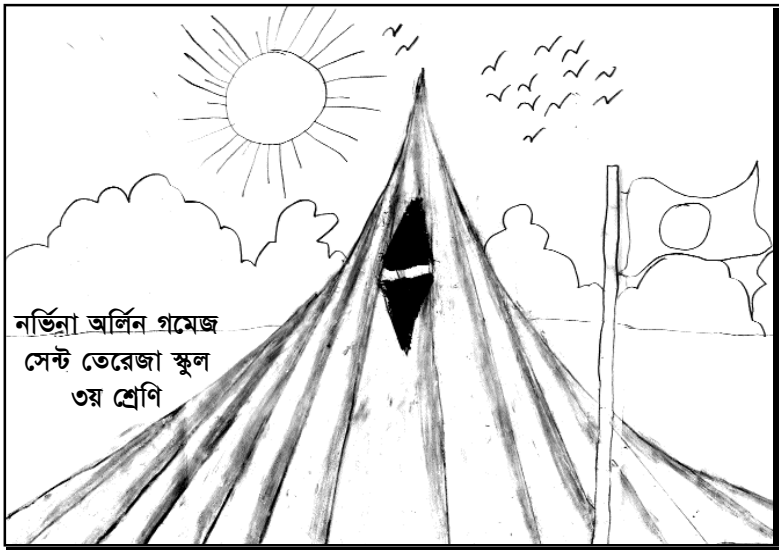

নর্ভিনা অর্লিন গমেজ
সেন্ট তেরেজা স্কুল
৩য় শ্রেণি

এসএমআরএ ধর্মসংঘের সংবাদ

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ

চিরব্রত গ্রহণ

গত ৬ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে এসএমআরএ সংঘের মাতৃগৃহ, তুমিলিয়ায় সংঘের ৬জন ভগ্নি ব্রতীয় জীবনের ৫০ বছরের সুবর্ণ জয়ন্তী, ২জন ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উৎসব এবং ২জন ভগ্নি আজীবনের

জন্যে ব্রত গ্রহণ করেন। সুবর্ণ জয়ন্তী পালনকারী ভগ্নিগণ হলেন-সিস্টার মেরী এমিলি এসএমআরএ, সিস্টার মেরী প্রতিভা এসএমআরএ, সিস্টার মেরী জয়ন্তী এসএমআরএ, সিস্টার মেরী ইভা এসএমআরএ, সিস্টার মেরী প্রভা এসএমআরএ ও সিস্টার মেরী অনিতা এসএমআরএ। প্রয়াত সিস্টার মেরী বন্দনা এসএমআরএ-কেও স্মরণ করা হয়, কারণ তিনি স্বর্গ থেকে, পিতার সান্নিধ্যে থেকে জুবিলী উৎসব পালন করছেন। রজত জয়ন্তী পালনকারী ভগ্নিদ্বয় হলেন- সিস্টার মেরী বেনেডিক্টা এসএমআরএ এবং সিস্টার মেরী জয়া এসএমআরএ। আজীবনের জন্যে ব্রত করেন সিস্টার মেরী সান্তনী এসএমআরএ ও সিস্টার মেরী রোজলিন এসএমআরএ।

উৎসবকারী ভগ্নিগণ ৬ জানুয়ারি সকাল ৯টায় সংঘের মাতৃগৃহ থেকে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সাধু যোহন বাপ্তিস্তের গির্জায় প্রবেশ করেন। সেখানে আড়ম্বরপূর্ণ মহাখ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি এবং তাকে সহায়তা করেন আরো ৩৫জন যাজক। খ্রিস্টযাগের পর মধ্যাহ্ন ভোজে সকলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়।

এসএমআরএ সংঘে প্রথম ব্রতগ্রহণ

গত ৮ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষে এসএমআরএ সংঘে ৪জন নব্যা প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রত গ্রহণ খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। প্রথম ব্রত গ্রহণকারী সিস্টারগণ হলেন- (১) সিস্টার মেরী জুরিকা এসএমআরএ (জুরিকা ত্রিপুরা), তিনি চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের রোয়াংছড়ি উপধর্মপল্লীর অংক্ষ্যং পাড়া ধর্মপল্লীর অধিবাসী। সিস্টার মেরী মুক্তি এসএমআরএ (মুক্তি দীপিকা হেম্ব্রম), তিনি দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ধানজুড়ি মিশনের সোনাজুড়ি গ্রামের মেয়ে। সিস্টার মেরী নীলিমা এসএমআরএ (তৃষ্ণা মারীয়া কস্তা), ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের নাগরী ধর্মপল্লীর, লুদুরিয়া গ্রামের। সিস্টার মেরী শাওলী এসএমআরএ (শাওলী ক্যাথারন ছেড়াও), রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের, মথুরাপুর ধর্মপল্লী, লাউতিয়া গ্রামের॥

উথুলীতে নবীন বরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

রিজেন্ট লিংকন ডি' কস্তা ▮ গত ২০ জানুয়ারি রোজ সোমবার "শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও"-এই মূলসুরকে কেন্দ্র করে উথুলীর সাধ্বী আঞ্জেলা কাথলিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল নবীন বরণ ও কৃতি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্কুলের সভাপতি ফাদার টমাস কোড়াইয়া, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ সহ মোট ১১৯জন শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠানে ৪০জন নবাগত শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুলে বরণ করে নেওয়া হয় এবং গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী ও উপজেলা কৃর্তক আয়োজিত উপ-বৃত্তি প্রদানে যারা উপ-বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থী তাদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নবাগত শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে ২জন নতুন শিক্ষককে বরণ করে নেওয়া হয়। সমাবেশ, জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের সভাপতি ফাদার টমাস কোড়াইয়া সুন্দর, প্রাণবন্ত ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা স্কুলে এসেছ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে, আর এই শিক্ষা নিয়েই তোমরা স্কুল থেকে বেরিয়ে যাবে তোমাদের পরিবার, সমাজ, দেশ তথা বিশ্বের সেবা করার জন্য।' অতঃপর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়॥

রাজশাহীতে কারিতাস পরিবার দিবস-২০২০ উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ ▮ গত ২৪ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সিলিন্দা (চৈত্রীর বাগান) প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হলো পরিবার দিবস। উক্ত দিবসের মূলসুর ছিল- "পরিবার: আগামী প্রজন্ম।" উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার পল গমেজ, ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও এবং ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, ফাদার বিকাশ এইচ রিবেরু এবং মো. আব্দুস সামাদ মন্ডল। এছাড়াও কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের আওতাধীন সকল কর্মী ও কর্মকর্তাসহ তাদের পরিবারের সদস্য-সদস্যাসহ প্রায় ১৫০জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত দিবস উদ্‌যাপনে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম ছিল- কারিতাস পরিবারের কর্মী/কর্মকর্তাদের পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি ২০১৯ পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা স্মারক প্রদান। সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয় অতিথিদেরও। এছাড়া শিল্পকলা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ছিল মূলসুরের ওপর আলোচনা ও অনুধ্যান।

পরিবার দিবসে উপস্থিত বক্তারা বলেন, পরিবারের সাথে আমাদের যুক্ত থাকতে হবে কারণ পরিবারই আমাদের ঐশ্বরিক ও শান্তির আবাস। যে কোন কাজই শুরু করতে হবে পরিবার হতে। পরিবার নিয়ে আমরা যা চিন্তা করি তা আমাদের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এজন্য আগামী প্রজন্মের সঠিক পথ নির্ধারণে পরিবারের সন্তানদের সঠিকভাবে গঠন দিতে হবে।

পরিশেষে সুক্লেশ জর্জ কস্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিতি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কারিতাসের প্রেম, দয়া, মায়া ও ভালবাসাপূর্ণ জীবনযাপনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের ইতি টানেন॥

পাগাড় গির্জার প্রতিপালকের পার্বণ উদ্‌যাপন ও যিশুর জন্মের পালাগান মঞ্চস্থ

দিলীপ রোজারিও ▮ গত ১৯ জানুয়ারি রোজ রবিবার পাগাড় গির্জার প্রতিপালক প্রভু যিশুর পার্বণ উদ্‌যাপন করা হয়। নয়দিন নভেনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ। পর্বোৎসবে উক্ত ধর্মপল্লী ও অন্যান্য ধর্মপল্লী থেকে আগত বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত জেভিয়ার পিউরিফিকেশন সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সবশেষে, আশীর্বাদিত বিস্কুট বিতরণের করা হয়। পর্বদিনে সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটে এবং সোমবার একই সময়ে ফাদার জেভিয়ার পিউরিফিকেশন এর প্রযোজনা ও পরিচালনায় যিশুর জন্মের পালাগান মঞ্চস্থের মধ্য দিয়ে উক্ত পর্বানুষ্ঠান শেষ হয়॥

মাউসাইদ ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ▮ গত ৩১ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার মাউসাইদ ধর্মপল্লীর শিশুমঙ্গল সংঘের শিশুরা শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করে। সকাল থেকেই শিশুরা মিশন চত্বরে এসে উপস্থিত হয় এবং আনন্দ করতে থাকে। সকাল ১০টায় এমসি সিস্টারগণ শিশুদেরকে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা দান করেন। দুপুর ১২টার সময় বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু। তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট পেরেরা। খ্রিস্টযাগের উপদেশে ফাদার রিবেরু শিশুদের প্রতি যিশুর ও মণ্ডলীর ভালবাসার কথা তুলে ধরেন এবং পরামর্শ দিয়ে বলেন, শিশুরা যেন প্রার্থনা, পড়াশুনা ও পরিশ্রম করতে দ্বিধা না করে। খ্রিস্টযাগের পরে শিশুরা রেডিওতে প্রচারের জন্য দলীয় গান পরিবেশন করে। দুপুর ১টায় শিশুদের পরিবেশনায় ও এনিমেটরদের সহযোগিতায় শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনেক শিশুই নিজেদের প্রতিভা নির্ভয়ে তুলে ধরে। পাল পুরোহিত ফাদার চঞ্চল হিউবার্ট শিশু এনিমেটর ও সিস্টারদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান আজকের অনুষ্ঠান ও সবসময় শিশুদের কল্যাণে কাজ করার জন্য। তিনে আহ্বান করেন, যেন শিশুরাও একজন আরেকজনকে সাহায্য করে। পরে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালনের সমাপ্তি ঘটে। উল্লেখ্য ৪০জন শিশু, ৫জন এনিমেটর ও ২জন সিস্টার এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে॥

সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▮ গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে রোজ শনিবার পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীতে বার্ষিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা সম্পন্ন করা হয়। বিকেল ৪টায় আরাধনার মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা শুরু হয়। শুরুতে খ্রিস্টপ্রসাদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর আধা ঘন্টা আরাধনা শেষ করে শোভাযাত্রা করা হয়। শোভাযাত্রার সময় আরাধ্য সংস্কারে উপস্থিত যিশুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। শোভাযাত্রা শেষে বাণীপাঠের আলোকে উপদেশ দেন ফাদার প্যাট্রিক শিমোন গমেজ। উপদেশের পর নিরবতা এবং উদ্দেশ্য প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর সেন্ট খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা সার্থক করতে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এই শোভাযাত্রায় ৫জন ফাদার, ১২জন ব্রাদার, ৪৫জন সিস্টার এবং ৩০০ এর বেশি খ্রিস্টভক্ত, যুবক-যুবতী ও শিশু-কিশোর এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

'দাও প্রভু, দাও তারে অনন্তজীবন'

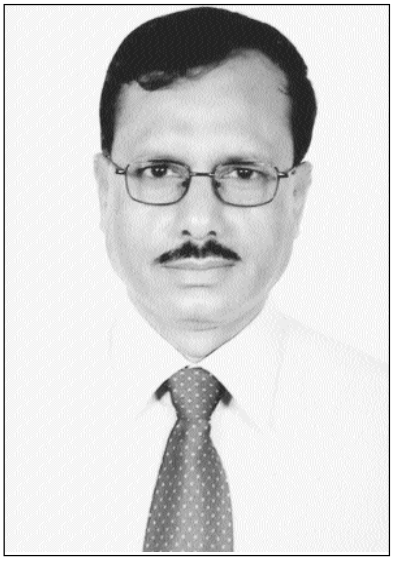

সুনীল যোসেফ পিউরিফিকেশন
জন্ম : ২৭ মার্চ, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৪ জানুয়ারি, ২০২০ সকাল ৮:৫০ মিনিটে আমাদের পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে দিয়ে আমাদের অতি প্রিয়জন, আপনজন সুনীল যোসেফ পিউরিফিকেশন আমাদের ছেড়ে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন অনন্তলোকে। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

প্রায় একটি বছর তিনি নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে লালমাটিয়া মিলেনিয়াম হার্ট হাসপাতালে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল। দুইদিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ মাউছাইদ ধর্মপল্লীর (বর্তমান পাগার ধর্মপল্লী) পাগার গ্রামে তার জন্ম হয়েছিল। তিনি তার পিতা জন কেরু পিউরিফিকেশন এবং মাতা ভির্জিনা রোজারিওর প্রথম সন্তান। তারা ৩ ভাই ৪ বোন।

সুনীল যোসেফ পিউরিফিকেশন ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে নাগরী সেন্ট নিকোলাস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাশ করে বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীতে যোগ দেন। পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ থেকে বিএ পাশ করে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে করাচী (পাকিস্তান) মেজর সেমিনারীতে পড়াশুনা করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং তৎকালীন "কোর বাংলাদেশ" (বর্তমান কারিতাস বাংলাদেশ) এ চাকুরীতে যোগদান করেন। আমেরিকান এম্বাসীসহ বিভিন্ন এনজিওতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ও যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন যেমন সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল ওয়াইএমসিএ, ভাওয়াল যুব সমিতি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারেজ এনকাউন্টার, মনিপুরীপাড়া সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ঢাকা শহর ও তার ধর্মপল্লীর বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে ও তিনি অবদান রেখে গেছেন।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন সদালাপী, সৎ, উদার এবং ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। স্বামী হিসাবে তিনি ছিলেন আদর্শ। পিতা হিসাবে ছিলেন স্নেহপ্রবণ। আমরা তার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

তাঁর অসুস্থ অবস্থায় যারা আমাদের পাশে থেকেছেন, প্রার্থনা করেছেন, বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি-সাহস যুগিয়েছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রিয়জনের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করতে আবার ও অনুরোধ জানাই। পরম করুণাময় পিতা তুমি তাকে অনন্ত বিশ্রাম দান কর।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে-
স্ত্রীঃ গীতা শিশিলিয়া পিউরিফিকেশন
মেয়েঃ মৌসুমী ফ্লোরেন্স পিউরিফিকেশন
ছেলেঃ সুমন জর্জ পিউরিফেকেশন।

বিপ/৩৫/২০

১৩ ফেব্রুয়ারি	১লা ফাল্গুন
১৪ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব ভালোবাসা দিবস
২১ ফেব্রুয়ারি	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
৮ মার্চ	আন্তর্জাতিক নারী দিবস
২২ মার্চ	বিশ্ব পানি দিবস
২৩ মার্চ	বিশ্ব আবহাওয়া দিবস
৭ এপ্রিল	বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস
১৪ এপ্রিল	বাংলা নববর্ষ
১ মে	আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস
৩ মে	বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস
৪ মে	রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন
মে মাসের ২য় রোববার	মা দিবস
১২ মে	আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস
১৫ মে	আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস
২৫ মে	ঈদ-উল-ফিতর
২৫ মে	কাজী নজরুলের জন্মদিন
২৯ মে	জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
২০ জুন	বিশ্ব উদ্বাস্তু দিবস
২৬ জুন	মাদকদ্রব্য অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস
জুনের ৩য় সোমবার	বাবা দিবস
জুলাইয়ের ১ম শনিবার	আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস
১১ জুলাই	বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস
৩১ জুলাই	ঈদ-উল-আযহা
১ আগস্ট	বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবস
২ আগস্ট	বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস
৯ আগস্ট	বিশ্ব আদিবাসী দিবস
১২ আগস্ট	আন্তর্জাতিক যুব দিবস
১১ আগস্ট	জন্মাষ্টমী
১৫ আগস্ট	বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী
৮ সেপ্টেম্বর	আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
অক্টোবর মাসের ১ম সোমবার	বিশ্ব শিশু দিবস
১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস
৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস
৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবস
২৪ অক্টোবর	জাতিসংঘ দিবস
২৫ অক্টোবর	বিজয়া দশমী (দূর্গা পূজা)
১৪ নভেম্বর	বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস
১ ডিসেম্বর	বিশ্ব এইডস দিবস
৩ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস
৯ ডিসেম্বর	আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন দিবস
১০ ডিসেম্বর	বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

১ জানুয়ারি	ঈশ্বর জননীর কুমারী মারীয়ার পর্ব ও শান্তিদিবস
৭ জানুয়ারি	প্রভুর যিশুর আত্মপ্রকাশ মহাপর্ব
২ ফেব্রুয়ারি	প্রভুর নিবেদন পর্ব ও বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
১১ ফেব্রুয়ারি	বিশ্ব রোগী দিবস, লূর্দের রাণী মারিয়ার পর্ব,
২৬ ফেব্রুয়ারি	ভস্ম বুধবার
১১ মার্চ	কারিতাস রবিবার
১৮ মার্চ	আর্চবিশপ মাইকেল'র মৃত্যু বার্ষিকী
১৯ মার্চ	সাধু যোসেফের মহাপর্ব
৫ এপ্রিল	তালপত্র রবিবার
৯ এপ্রিল	পুণ্য বৃহস্পতিবার, যাজক দিবস
১০ এপ্রিল	পুণ্য শুক্রবার
১২ এপ্রিল	পুনরুত্থান রবিবার
১৯ এপ্রিল	ঐশ করুণার পর্ব
১ মে	মে দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফ
৩ মে	বিশ্ব আহ্বান দিবস
২১ মে	প্রভু যিশুর স্বর্গারোহন মহাপর্ব
১৩ মে	ফাতিমা রাণীর স্মরণ দিবস
৩১ মে	পঞ্চাশত্তমী পর্ব, পবিত্র আত্মার মহাপর্ব
৭ জুন	পবিত্র ত্রিত্বের মহাপর্ব
১৩ জুন	পাদুয়ার সাধু আন্তনীর পর্ব
১৪ জুন	প্রভুর পুণ্য দেহ রক্তের মহাপর্ব
১৯ জুন	মহাপর্ব, পবিত্র যিশুর হৃদয়
৪ আগস্ট	সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী, যাজক
৬ আগস্ট	প্রভু যিশুর দিব্য রূপান্তর
১৫ আগস্ট	কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব
২৯ আগস্ট	দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মোৎসব
২ সেপ্টেম্বর	আর্চবিশপ টি.এ গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী
৫ সেপ্টেম্বর	কলকাতার সাধ্বী তেরেজা
৮ সেপ্টেম্বর	কুমারী মারীয়ার জন্মোৎসব
১৪ সেপ্টেম্বর	পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব
২৭ সেপ্টেম্বর	সাধু ভিনসেন্ট দি পল, যাজক স্মরণ দিবস
২৯ সেপ্টেম্বর	মহাদূত মাইকেল, রাফায়েল, গাব্রিয়েলের পর্ব
১ অক্টোবর	ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজার পর্ব
২ অক্টোবর	রক্ষক দূতের মহাপর্ব
৪ অক্টোবর	আসিসি'র সাধু ফ্রান্সিস
১৫ অক্টোবর	বিশ্ব প্রেরণ রবিবারের দান সংগ্রহের ঘোষণা
১ নভেম্বর	নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব
২ নভেম্বর	পরলোগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
১৫ নভেম্বর	বিশ্ব দরিদ্র দিবস
২২ নভেম্বর	খ্রিস্টরাজার মহাপর্ব
২৯ ডিসেম্বর	আগমনকালের ১ম রবিবার
২৫ ডিসেম্বর	শুভ বড়দিন
৩০ ডিসেম্বর	পবিত্র পরিবারের পর্ব

বিঃদ্রঃ *মুজিববর্ষ ও আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা বের করা হবে। নির্দিষ্ট দিবসের ১৫ দিন পূর্বে আপনার লেখাটি আমাদের কাছে পৌছাতে হবে। কেননা, "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী" বিশেষ দিবসটি এক সংখ্যা সপ্তাহে পূর্বে ছাপা হয়।*

THE WEEKLY PRATIBESHI ✳ Issue - 5 ✳ 9 - 15 February , 2020 ❐ ২৭ মাঘ - ৩ ফাল্গুন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ ❐ Regd. No. DA-33

BOOK POST

৩৭ তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

**‘নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই’**

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবনযাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমা-ও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বিশেষ দিবসে লেখা আহ্বান

বিশেষ দিবস	লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
ভস্ম বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি)	১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)	২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
আর্চবিশপ মাইকেল এর মৃত্যু বার্ষিকী	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোসেফের মহাপর্ব (১৯ মার্চ)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি.এ. গাঙ্গুলী সম্পর্কে যে কোন লেখা, অনুভূতি আপনারা যে কোন সময় পাঠাতে পারেন।

উক্ত বিশেষ দিবসগুলোকে কেন্দ্র করে আপনার সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। লেখা পাঠানোর সময় খামের ওপর কিংবা ই-মেইলে দিবস ও লেখার বিষয় লিখতে ভুলবেন না। আমাদের কাছে লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি একজন নাট্যকার?
- আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: প্রভু যিশুর শিক্ষা আলোকে নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

– স্ক্রিপ্ট আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org